 ISSN 2789-1062

রোকনুজ্জামান বাবুল*

১৯৭১ : ইত্তেফাকের পাতায় অসহযোগের দিনলিপি

[পূর্বের সংখ্যার পর]

[**সারাংশ:** আলোচ্য প্রবন্ধের কেন্দ্রে রয়েছে অসহযোগ আন্দোলন, যা সংগঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে। এটি ছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির গণতান্ত্রিক রায়ের মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো লক্ষ করলে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাই তা হলো- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদ, স্বশাসন প্রতিষ্ঠা, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি ও স্বাধীনতার ইশতেহার, ৭ মার্চের দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ ও ১০ দফা কর্মসূচি, বেসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ। এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনির 'অপারেশন সার্চলাইট' এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে, যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ের প্রকাশিত *ইত্তেফাক* পত্রিকার খবরগুলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনের ৬ মার্চ ও ৭ মার্চের ঘটনাগুলো ইত্তেফাক পত্রিকার আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এই আন্দোলনের প্রতিটি ধাপই প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সংবাদপত্রে, বিশেষ করে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভূমিকা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম কিস্তিতে অসহযোগ আন্দোলন ও সংবাদের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাই পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

সূচক শব্দ : দৈনিক ইত্তেফাক, অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান]

**** গবেষক, গণহত্যা জাদুঘর, খুলনা***

৬ মার্চ, ১৯৭১

মাত্র কয়েক দিনের অসহযোগ আন্দোলন এতটাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যে, সামরিক শক্তি তার দমন-পীড়ন নীতি সত্ত্বেও বেসামরিক প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ৬ মার্চের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের 'ডিফ্যাক্টো' শীর্ষক কলামটি এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয় যে, জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হলেও বাংলার আপামর মানুষ বঙ্গবন্ধুর হাতে এমনই ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন যে, তাঁর নির্দেশ ও প্রদত্ত ছক মতেই স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু করে সরকারের সকল বিভাগকে কাজ করতে হচ্ছে। এই বক্তব্যটি ছিল সামরিক সরকারের কাঠামোর মধ্যে একটি কার্যকর, স্ব-শাসিত প্রশাসনের উত্থানের অলিখিত ঘোষণা। সামরিক আইন থাকা সত্ত্বেও, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারীরা অফিসে যাচ্ছিলেন কেবল বেতন আদায়ের জন্য, কাজের জন্য নয়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনুপস্থিত কর্মচারীদের বেতন কর্তনের সাহস কারো ছিল না। এই নীরব, সর্বাত্মক অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের প্রতি জনগণের অনাস্থা চূড়ান্ত রূপ নেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে শুধু নগদ লেনদেন এবং নির্দিষ্ট অঙ্কের বেতনের চেক ভাঙ্গানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলো চালু থাকে, যার মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনীতির ওপর নিজের নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং একইসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থপাচার বন্ধ করার কৌশলগত পদক্ষেপ নেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু ইসলামাবাদ থেকে সরে এসে কার্যত ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

সামরিক জান্তার দিক থেকে নতিস্বীকারের প্রাথমিক চিহ্ন হিসেবে সরকারিভাবে সেনাবাহিনিকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রত্যাহার ছিল জনগণের আন্দোলনের চাপের মুখে সামরিক শক্তির আংশিক আত্মসমর্পণ, যা জনগণ এবং শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবির স্বীকৃতি। যদিও একই দিনে চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা ১৩৮ জনে উন্নীত হওয়া এবং টঙ্গী শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণে মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করে যে, সামরিক বাহিনির বর্বরতা তখনও থেমে থাকেনি। এই রক্তপাত ছিল মূলত শোষক শ্রেণির রাজনৈতিক মতলবে বেসামরিক অধিবাসীকে ভয়-ভীতি দেখানোর মরিয়া চেষ্টা। আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এই গণহত্যাকে তীব্র নিন্দা করে এটিকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বলে আখ্যা দেন এবং জোরালোভাবে বলেন যে, সামরিক বাহিনির অস্ত্র বিদেশী হানাদারদের মোকাবিলায় ব্যবহারের কথা, 'নিরপরাধ দেশবাসীর উপর নয়'। তাঁর এই বক্তব্য আন্দোলনকে কেবল স্বাধিকারের দাবি থেকে ঔপনিবেশিক শোষণমুক্তির সংগ্রামে রূপান্তরিত করে।

এই চরম দমন-পীড়ন সত্ত্বেও, জনগণের সংহতি এবং ত্যাগের সংকল্প ছিল অভূতপূর্ব। টঙ্গী শিল্প এলাকার শ্রমিকরা গুলিবর্ষণের পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে কাঠের ব্রিজ পুড়িয়ে দেয়, যা গণপ্রতিরোধের তীব্রতাকে তুলে ধরে। দশ বছরের কিশোর মোহাম্মদ হোসেনের মতো সাধারণ মানুষ মিছিলে গিয়ে শহিদ হন, এবং তার পিতার "আমিও যদি ওর সাথে যাইতে পারিতাম" উক্তিটি ছিল সমগ্র জাতির সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও নার্সিং স্কুলের ছাত্রীগণ আহতদের জন্য আর্তসেবা কেন্দ্র খুলে সেবা-শুশ্রুষা করেন, এবং এক রিকশা মালিক রিকশা চালকদের কাছে ভাড়া আদায় না করার আহ্বান জানান। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার ও মানবিক সংহতির মাধ্যমে সমগ্র সমাজ এক অভূতপূর্ব ঐক্যে আবদ্ধ হয়েছিল।

রাজনৈতিক অঙ্গনে ৬ মার্চ ছিল ৭ই মার্চের চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অধীর অপেক্ষার দিন। তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহবান জানান এবং এটিকে 'সমগ্র জাতির দাবী' বলে ঘোষণা করেন। এই দাবিটি ছিল জনগণের পক্ষ থেকে নেতার চূড়ান্ত নির্দেশনা শোনার ব্যাকুলতা। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা যেমন এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান, কাউন্সিল মুসলীম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নূর খান এবং পিডিপির নেতা মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার গোলটেবিল বৈঠকের কৌশল প্রত্যাখ্যান করেন এবং অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ ডাকার দাবি জানান। নূর খান স্পষ্ট করেন যে, 'জনগণ গোলটেবিল সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নহে'। এমনকি বেলুচিস্তানের ওয়ালী ন্যাপের এম এন এ জনাব গাউস বক্স বেজেঞ্জো বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা পিপলস পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন

হওয়ার হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছে, যা জুলফিকার আলী ভুট্টোর দাবির রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ।[১]

৭ মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদগুলো ছিল একটি জাতির ইতিহাসের এক চূড়ান্ত মুহূর্তের দলিল, যেখানে সামরিক শক্তির শেষ চাল, গণহত্যার বীভৎসতা এবং সমগ্র জাতির অবিচল সংকল্প এক অভূতপূর্ব ঐক্যে মিলে গিয়েছিল। এটি ছিল রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাক্কালে, যখন আপামর বাঙালি কোনো আপস নয়, বরং নেতার মুখ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশনার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। এই দিনটি ছিল মূলত সামরিক জান্তার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান এবং কার্যত স্বাধীনতার মানসিক ঘোষণার দিন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাটি ছিল মূলত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা কমাতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার দুর্বল কৌশল। তিনি তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার ওপর জোর দেন এবং সামরিক শক্তির ওপর নিজের নির্ভরতা পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তবে তিনি গণহত্যাকে 'ধ্বংসাত্মক কার্য' আখ্যা দিয়ে উল্টো আন্দোলনকারী নেতাদের ওপর দায় চাপান এবং অধিবেশন স্থগিতের মূল কারণ, অর্থাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাধা এবং ৬-দফার স্বীকৃতিতে অনীহা-এসব এড়িয়ে যান। ইয়াহিয়ার এই ভাষণের অব্যবহিত পরেই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়, যা প্রমাণ করে যে, জনগণ তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য মনে করেনি।

এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের কৌশলগত নীরবতা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর পরই অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এই নীরবতা প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব ইয়াহিয়া বা সামরিক জান্তার কোনো প্রস্তাবের ওপর নির্ভর না করে, বরং জনগণের ম্যান্ডেটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া কেবল রেসকোর্স

ময়দানের জনসমুদ্রে জনগণের উদ্দেশে পেশ করার জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই নীরবতা সমগ্র জাতির মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য চরম কৌতূহল ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করে।

অন্যদিকে, এই দিনটিতে সামরিক বাহিনির দমন-পীড়নের একাধিক ঘটনা ঘটে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পলায়নের সময় গুলিতে ৭ জন কয়েদী নিহত হন। রাজশাহীতে মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ, খুলনার খালিসপুরে শ্রমিক-জনতার মিছিলে নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং যশোরে গৃহবধূ চারুবালা করের মতো সাধারণ মানুষের নিহত হওয়ার খবর সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণহীনতা ও নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরে। গণহত্যার এই ভয়াল পরিবেশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক লে. জে. টিক্কা খানের মতো কঠোর সামরিক কর্মকর্তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া ছিল শক্ত হাতে আন্দোলন দমনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

তবে সামরিক বর্বরতা জনগণের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারেনি। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহিলা আওয়ামী লীগ ও মহিলা পরিষদ বাঁশের লাঠি, লোহার রড এবং কালো পতাকাসহ প্রতিবাদ মিছিল বের করে নারী সমাজের সক্রিয় প্রতিরোধকের ভূমিকা নিশ্চিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ৩৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করেন। শিল্পী সমাজ বেতার ও টিভিতে সংবাদের বিকৃতি সাধনের নিন্দা করেন এবং এই অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা না করার ঘোষণা দেন। এমনকি তথাকথিত আগরতলা মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবের হস্তকে শক্তিশালী করার এবং ঐক্যবদ্ধ মুক্তি সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানান। এই সর্বদলীয় এবং সর্বস্তরের সংহতি প্রমাণ করে যে, বাঙালি জাতি একাট্টা হয়ে নেতার নির্দেশের জন্য প্রস্তুত ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অংশও এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবকে সমর্থন করেছিল। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান স্পষ্টভাবে বলেন যে, "আইনতঃ শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী" এবং অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোও পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন

জানিয়েছিল। এই সমর্থনগুলো নির্দেশ করে যে, সামরিক জান্তার অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ পশ্চিম পাকিস্তানেও গ্রহণযোগ্য ছিল না।[২]

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালের সংবাদ পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অসহযোগ আন্দোলনের এই সাত দিন ছিল একটি জাতির গর্ভ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের অনিবার্য আত্মপ্রকাশের প্রামাণ্য দলিল। *ইত্তেফাকের* পাতাগুলো সাক্ষ্য দেয়, এই এক সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি কেবল রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধই হয়নি, বরং একটি কার্যকর সমান্তরাল বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। একদিকে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা দমন-পীড়ন, ষড়যন্ত্র ও কারফিউর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করছিল, তখন অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ব্যাংক, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে পুরো বেসামরিক প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছিল। *ইত্তেফাক* এই দ্বৈত শাসনের চিত্র- অর্থাৎ সামরিক শক্তির বিপরীতে জনগণের নৈতিক ও গণতান্ত্রিক ক্ষমতার বিজয় নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরেছে। পত্রিকাটি একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম, তেমনই ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এই সাত দিনের সংবাদ বিশ্লেষণে এটিও প্রমাণিত হয় যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের একটি অপরিহার্য সোপান। এই সময়েই বাঙালি জাতি প্রমাণ করে যে তারা কেবল আবেগে চালিত নয়, বরং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের শাসন করার সক্ষমতা রাখে। *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত হতাহতের খবরের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, ত্যাগ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বানগুলো ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

সংকলন

৬ই মার্চ, ১৯৭১

বাংলার বুকে এ গণহত্যা বন্ধ কর!

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গতকাল (শুক্রবার) বলেন যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট এবং বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারীর বুলেটে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ-শ্রমিক কৃষক ও ছাত্রদের ধরাশায়ী করা হইতেছে। অবিলম্বে এই নরহত্যা বন্ধ করিতে

হইবে। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাহাদের জানা উচিত যে, নির্বিচারে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে এভাবে হত্যা করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই না।

এক বিবৃতিতে জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, বাংলা দেশের মানুষকে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা এবং বাংলা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের উপনিবেশ ও বাজার হিসাবে শোষণের রূঢ় রাজনৈতিক মতলবে বেসামরিক অধিবাসীকে ভয়-ভীতি দেখানোর জন্য সামরিক বাহিনির অস্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে হাজার হাজার লোকের হতাহত হওয়ার খবর আসিয়া পৌছিতেছে। আমরা সৈন্য বাহিনির লোকদের এই গর্হিত আচরণের তীব্র নিন্দা করিতেছি।

শুধু বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলায় দেশরক্ষার জন্যই সৈন্য বাহিনি তাহাদের অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে-নিরাপরাধ দেশবাসীর উপর নয়। বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের উপর এই নগ্ন শক্তি প্রয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানানোর উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে একজোট হওয়ার আহবান জানান।

জনাব তাজ উদ্দীন বলেন, সামরিক বাহিনির যে অস্ত্র দেশরক্ষার বিদেশী হানাদারদের উপর ব্যবহার করার কথা, এক্ষণে উহা বাংলা দেশের বেসামরিক লোকদের ভয়-ভীতি দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। বাংলা দেশের মানুষকে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা, বাংলা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ও বাজার হিসাবে শোষণ করা এবং বাংলা দেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসন চিরস্থায়ী করার গুঢ় রাজনৈতিক মতলবেই এইরূপ ভয়-ভীতি দেখানো হইতেছে। সামরিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রেক্ষিতে একথা বুঝা যাইতেছে যে, এই নির্যাতনমূলক নীতি জোরদার করা হইবে।

বিশ্ববাসী জানিয়া রাখুন!

"বিশ্ববাসী জানিয়া রাখুন, বাংলা দেশের মানুষের উপর আজ যে নির্যাতন আসিয়াছে, তাঁহারা বীরের মত উইা প্রতিরোধ করিতেছেন। আজ আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ মুক্তি অর্জন এবং এক স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকায় জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।" - এ পি.পি

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

আজ জাতির উদ্দেশ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ

আজ (শনিবার) স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৫মিনিটে রেডিও পাকিস্তানের এক বিশেষ জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দান করবেন।

গতকাল বিকালে ঢাকার দ্রুত রেডিও পাকিস্তানের এক খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পরে পরেই উহার বাংলা ও উর্দু অনুবাদ সম্প্রচারিত হইবে। পিপি আই। এপিপি

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

'ডিফ্যাক্টো'

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

স্বাধিকার সংগ্রামের উত্তাল জোয়ার বাঙ্গালীর মণ ও প্রাণ আজ এমন করিয়াই সয়লাব করিয়া দিয়াছে যে, একমাত্র প্রচার মাধ্যম ছাড়া প্রদেশের কোনও কর্মক্ষেত্রেই আজ আর চাকা ঘোরে না। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলেও সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্ট করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তথা জনপ্রতি- নিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ বিলম্বিত করার প্রতিবাদে বাঙ্গালীর কর্তব্য বাংলার আপামর মানুষই স্থির করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই গত কয়েকদিনে জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়া তাহারা অসহযোগিতার মাধ্যমে প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিয়াছে। গণঐক্যের সে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া স্বাভাবিক প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করা আর সম্ভব হয় নাই। জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ না হইলেও বাংলার আপামর মানুষ 'বঙ্গবন্ধুর' হাতে আজ এমনই ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার নির্দেশ ও প্রদত্ত ছক মতেই স্টেট ব্যাংক হইতে শুরু করিয়া সরকারের সকল বিভাগকে কাজ করিতে হইতেছে। অফিসের কাজ করিবার জন্য নয়, কেবল বেতন আদায়ের জন্যই সরকারী, বেসরকারী কর্মকেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিসে যাইতেছেন এবং স্টেটব্যাঙ্কসহ সরকারী বিভাগগুলিকে বশংবদের মতই শেখ সাহেবের হুকুম তামিল করিতে হইতেছে। সরকারী প্রচার মাধামগুলির সুরও গণমুখী করিতে হইয়াছে । কাজ বর্জন করিয়া অফিসে অনুপস্থিত থাকিলে বেতন কর্তনের যে রেওয়াজ এদেশে প্রচলিত আছে, প্রদেশের সকল অফিস আদালত সচল করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীদের এবারকার অনুপস্থিতিকালের বেতন কর্তনের দু:সাহস কারহারও নাই।

দেশের দুই অংশের মধ্যে এক সেতু বলিয়া পরিচিত যে পি.আই এ-কর্মচারীদের অসহযোগিতার দরুন তাহাও অচল। বিমানবন্দর দেখিলে মনে হয়, পরিত্যক্ত কোনও গো-শালা। বিদেশী কোন বিমান আজ আর বিমানবন্দরে আসে না, আসিতে পারে না, কারণ,পি.আই এর কর্মচারীরা কোন পয়েন্টের আর কর্মরত নন। পি.আই.এর বিমান আজ আর নির্ধারিত নিয়ম মেনে দেশের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে না। বুকিং অফিস, ইনকোয়ারী, রিপোর্টিং সেন্টার সবই আজ নিস্তেজ। তবু মাঝে মধ্যে পি. আই.এ'র দু-একখানি বিমান ঢাকার আসিতেছে বা যাইতেছে। 'বিশেষ ব্যবস্থাধীনেই' ইহা চলিতেছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা কাহারও সাধারণ জানা না থাকায় কোন নাগরিকের পক্ষে টিকিট সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে গমন সম্ভব নয়। শুধু মাঝে-মধ্যে পি.আই.এ. বিমান আসিতেছে যাইতেছে। একশ্রেণীর যাত্রীরাও ঢাকা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে যাইতেছেন, কিন্তু সে সৌভাগ্যবান যাত্রীরা কোন সুত্রে টিকিট সংগ্রহ করিতেছেন, কিভাবেই বিমানের সময়সূচী জানিয়া সময়মত বিমানবন্দরে হাজির হইতেছেন, তাহা জানার উপায় নাই। ২রা মার্চ ঢাকায় আসিয়া বিদেশী ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার ঢাকা বিমান বন্দরে আটকা পড়িয়াছেন, কানেটিং ফ্লাইটের অভাবে দিনের পর দিন হরতালজনিত কারণে বিমানবন্দরে খাদ্যাভাবে ভুকিয়াছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা পিটিএ কর্তৃপক্ষ এইসব 'বিপন্ন' যাত্রী তত্ত্বাধান বা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটুকুও বেমালুম বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে, সর্বাত্মক হরতালে প্রদেশের রেল, ট্রেন, বাস, ট্যাক্সীর চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় গত কয়েক হইতে কোন পত্র-পত্রিকা প্রত্যন্ত অঞ্চল তো দূরের কথা, নারায়ণগঞ্জের বাইতে পারে নাই। বেতার ব্যতীত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাদেশিক রাজধানীর খবরাখবর ঢাকার বাইরে পৌছে নাই।

মোটকথা, দেশবাসীর প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়ায় নির্বাচক মণ্ডলী দুর্ভেদ্র গণঐক্যের মরণাস্ত্র দিয়া এবার 'অস্ত্রের ভাষার' এমনই জবাব দিয়াছেন যে, শেখ মু

মুজিবরের ক্ষমতার পিছনে 'ডি-জুনে' স্বীকৃতি না থাকিলেও জনগণের মনের মন্দিরে তাঁর যে স্বীকৃতি মিলিয়াছে তাই তাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা দেশের 'ডিফ্যাক্টো' প্রশাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তা অন্তত: বাংলার বুকে তাঁর অঙ্গুলির নির্দেশ উপেক্ষা করার মত শক্তি বা ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সংস্থানই নাই প্রদেশিক সরকারের তো নাই।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

পিপিপি বলে কি!

"জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বগিত রাখার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া যেখানেই বিচার করা হউক না কেন, 'অত্যন্ত অবাঞ্চিত।' উহা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।" -- পাকিস্তান পিপল পার্টির মুখপাত্র জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদ গতকাল (শুক্র-বার) রাওয়ালপিণ্ডিতে এই মন্তব্য করেন।

পীরছানা বলেন, অধিবেশন স্থগিত রাখার পর বাংলা দেশে যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, সেজন্য পিপলস পার্টিকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের সংগে আলোচনা করিতেছিলেন। পিপিপি মুখপাত্র আরও বলেন যে, তাহার দল পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। তিনি আরও বলেন : "যাহারা শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে চাহে তাহাদের উপরই বিপরীতমুখী ঘটনাপ্রবাহের দায়িত্ব বর্তাইবে।"

আজ প্রেসিডেন্টের সংগে জনাব ভুট্টোর বৈঠককালে পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব জে এ, রহিম, জনাব গোলাম মোস্তফা ধার ও জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদাও উপস্থিত ছিলেন।

পীরজাদা বলেন যে, দেশের ২৩ বৎসরের ইতিহাসে আজিকার মত এত 'চরম সংকট' কখনও দেখ যায় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তারা প্রেসিডেন্টের সাথে "বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ" আলোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের আরও আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্যই পিপলস পার্ট জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন কিছুদিনের জন্য স্বগিত রাখার অনুরোধ জানাইয়াছেল। পীরছানা আরও বলেন যে, ৬-দফার ব্যাপারে কোন নীমাংসা বা আপোষ সম্ভব না উহা নিরূপণের জন্যই তার দল এই আলোচনা চালানোর পক্ষপাতী।

তিনি বলেন, অধিবেশন স্বগিত রাধার অর্থ এই নয় যে, জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা আমরা যা কিছু করিয়াছি, উহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আসলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের 'সংস্থা' সম্পূর্ণ অক্ষত রহিয়াছে এবং শুধু অধি-বেশন শুরু হওয়ার ব্যাপারেই "সামান্য বিলম্ব" ঘটিতেছে।

বাংলা দেশের ঘটনার জন্য ব্যথিত, তবে--

পীরজাদা বলেন, 'বাংলা দেশে যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, সেজন্য আমরা ব্যথিত। তবে আমরা সেজন্য দায়ী নয়'

তিনি আরও বলেন, বাংলা দেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে ইহা 'অবাঞ্চিত' এবং এজন্যই যে ঘটনা ঘটিয়াছে, 'অনভি-প্রেত'। তবে তাহার দল মনে করে

যে, বর্তমান সঙ্কট যতই গুরু-তর হউক না কেন, ইহাতে শেখ মুজিব উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, অখণ্ড পাকিস্তান সত্যি "বাসের-যোগ্য"।

পীরজাদা বলেন যে, পাকি-স্থানের সংগতির স্বার্থে তাহার দল যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, কালের আবর্তনের সাথে সাথে পাকিস্তানের জনসাধারণের উচিত উহার যৌক্তিকতা ও নৈতিক যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এক না দুই পাকিস্তান ---

তিনি বলেন "পাকিস্তান এক থাকিবে, না দুই পাকিস্তান হইবে, সে সম্পর্কে এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আওয়ামী লীগের শাসন-তান্ত্রিক ফর্মুলা হয়তো পাকিস্তানের সংগতি রক্ষা করিতে না বলে তাহার দল মনে করে। এই প্রেক্ষিতেই তার দন অধিবেশন স্বাগিত রাখার দাবী জানাইয়াছিল।"

-- এ.পি.পি

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

টঙ্গীতে গুলীবর্ষণে ৪ জন নিহত, ২৫জন আহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনির গুলীতে গতকাল (শুক্রবার) টঙ্গী শিল্প এলাকায় ৪ ব্যক্তির মৃত্যু ও ২৫ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র টঙ্গী এলাকায় প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির মতে সশস্ত্র বাহিনির লোকেরা দফায় দফায় মোট ৬২ রাউন্ট গুলীবর্ষণ করে এবং এই গুলি বর্ষণের শব্দে সমগ্র টঙ্গী এলাকা প্রকম্পিত হইতে থাকে। বেসরকারী সূত্রে হতাহতের সংখ্যা বেশী বলিয়া দাবী করা হয়। অফিসার-ইনচার্যসহ ৩ জন পুলিস কর্মচারীও আহত হয়। শান্তি-শৃখলা রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনির এই বেপরোয়া বর্ষণের পর উত্তেজিত জনতা টঙ্গীর কাঠের ব্রিজ পুড়াইয়া দেয় এবং সি এগুবি ব্রিজটি বড় গাছপালা ফেলিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। পরে সামরিক বাহিনির লোকেরা ব্রিজের গাছপালা অপসারণ করিয়া রাস্তা পরিষ্কার করে। টঙ্গী ব্রিজে বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনি মোতায়েন করা হইয়াছে। গুলীতে যাহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন আবদুল মতিন (৩০), পিতা হ্জী আবদুল আজিজ, পেশা শ্রমিক, চান্দা ব্যাটারী, দেশের বাড়ী কুতুবপুর, থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী; (২) রফিজ উদ্দিন (২৫), পেশা শ্রমিক, চান্দা ব্যাটারী ও (৩) আবদুল মিয়া (৩৫), পেশা শ্রমিক. অলিম্পিক টেক্সটাইল মিল, দেশের বাড়ী মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

বর্ষিত গুলী পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক মিল কারখানা ও বসত বাড়ীতে গিয়া পড়ে। নিহত আবদুল মতিন গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলে তাহার বুকে একটি বুলেট বিদ্ধ হয় বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হইতে জানা।

আহত আবদুল মতিনকে হাসপাতালে আসার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ফরিদপুরের বাসিন্দা হাফিজ উদ্দিন তিস্তা সিগারেট কোম্পানীর সম্মুখে গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই তাহার মৃত্যু হয়। অলিম্পিক টেক্সটটাইল মিলের শ্রমিক আবদুল মিয়াকে গুরীবিদ্ধ অবস্থায়ং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে রাত সোয়া ৯টায় তাহার মৃত্যু হয়।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনির জনৈক অফিসার কর্তৃক স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একজন অপারেটারকে প্রহার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিক মহলে উত্তেজনা সৃষ্টি ও পরে গোলাগুলী বর্ষিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

সকালে চকী পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিকট স্বাধিকার সংগ্রামের শহিদগনের গায়েবানা জানাজার পর শিল্প এলাকার শ্রমিকগণ এক বিরাট মিছিল বাহির করে। মিছিলের শেষ পর্যয়ে টেলিফোন অপারেটারকে প্রহারের সংবাদ শ্রমিক মহলে ছড়াইয়া পড়ে এবং বেলা সাড়ে ১০টায় তাহারা মেঘনা টেক্সটাইল মিলের নিকট বিক্ষোভ করিতে থাকে। এই সময় সেখানে অবস্থানকারী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনি শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে। আহতদের মধে ১৪ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ৫ জনকে স্থানীয় হেলথ সেন্টারে এবং ৬ জনকে মির্জাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে জানা গিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে উহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল: মতিন নামে অপর একজন শ্রমিকের লাশ পরে হাসপাতালে আসে বলিয়া সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে । (১)অঞ্জু মণ্ডল, বয়স ১৮, টঙী টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর-পোরেশনের কর্মচারী : (২) জয়নাল আবেদন, বয়স ২৫, মেঘনা টেক্সটাইল মিল (৩) আজিমুদ্দিন, বয়স ৩০, অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল, গ্রামের বাড়ী ঘাঘরা, থানা গফরগাও, ময়মনসিংহ, (৪) আব্বাস মিয়া, বয়স ২৫ (৫) আবদুল মোবারক, বয়স ২৮ (৬) রঞ্জ মিয়া, বয়স-২৮ : (৭) মফসুদুল হক, বয়স ২৫ (৮) শেখ ইলাহী, বয়স ২৬ (৯) মজিবর রহমান, বয়স ২৫ (১০) রজব আলী, বয়স ২৫ (১১) মোশারফ হোসেন, বয়স ২৬ ও (২২) অজ্ঞাত।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

ছাত্রলীগের শোক মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)- টঙ্গীশ্রমিকদের উপর গুলী-বর্ষণের সংবাদে ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও নারী-পুরুষ হাসপাতালের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে এক বিরাট ছাত্র-জনতা টঙ্গীর নিহত শ্রমিকদের লাশ লইয়া মিছিল বাহির করে। এই মিছিল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হইতে শুরু হয় এবং এস. এ.ম হল, আজিমপুর, নিউ মার্কেট ও বিশ্ব-বিদ্যালয় হইয়া পুনরায় শহিদ মিনারে শেষ হয়।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব সকাশে আসগর খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার) অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর গান গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ধানমণ্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচনা করেন। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদেরকে তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলো- চনা সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। তিনি জানান যে, তিনি আজ (শনিবার) প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পর পুনরায় শেখ সাহেবের সঙ্গে বিকালে সাক্ষাৎ করিবেন। জনাব আসগর খান জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হইবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান (অব-সরপ্রাপ্ত) মার্শাল আসগর গান গতকাল বিকালে করাচী হইতে ঢাকার আসিয়া পৌছেন।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

এই উত্তাল জোয়ারে

(ষ্টাফ রিপোর্টার) বঞ্চিত বাংলার নিপীড়িত কোটি মানুষের স্বাধিকার অর্জনের দাবীতে বাংলার নগর, শহর, বন্দর ও গ্রামের দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-জাগরণের যে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যহই উহার সহিত সকল স্তরের মানুষের 'স্রোত' আসিয়া মিলিত হইয়া স্বাধিকার আন্দোলনের দৃপ্ত শপথে বলীয়ান মানুষের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া এই দাবীকে আরও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। ঢাকায় গতকাল (শুক্রবার) নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরণ মিছিল করিয়া রাজপথে নামিয়া আসেন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেত হইয়া এদেশের আপামর মানুষের সহিত একান্ত হইয়া স্বাধিকার সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। গতকাল বিকালে লেখক সংঘের পক্ষ হইতে ঢাকায় এই মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলকারিগণ বেলা প্রায় সাড়ে ৪টার দিকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পৌঁছিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডঃ আহমেদ শরীফের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মজহারুল ইসলান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা- লয়ের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার হায়দার চৌধুরী, কবি জসিমউদ্দিন প্রমুখ এই সভায় বক্তৃতা করেন। নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক-দের এই সভায় বক্তাগণ বলেন যে, বাংলার ছাত্র-যুবক-কিশোর-শ্রমিক যখন আজ বুলেট-বেয়নেটের নির্মম আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে, তাহাদের বুকের তাজা শোণিত দিয়া বাংলার মাটিকে সিক্ত করিতেছে, তখন কবি সাহিত্যিক আর নিশ্চুপ ইয়া থাকিতে পারেন না। এইবার কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের লেখনীকে বুলেট-বেয়নেট করিয়া তুলিতে ইবে। তারা বলেন, স্বাধিকারের প্রশ্নে কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের সহিত আর আপোষ চলিতে পারে না। বাংলার আপামর সংগ্রামী মানুষের সহিত লেখকগণ একত্মতা প্রকাশ করেন এবং তাহারা বাংলার স্বাধিকার অর্জনের এই শুভলগ্নে কোন প্রকার আপোষ না করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃ-বৃদ্ধের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁহারা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিগণকে অতীতের এবং মতানৈক্য সকল ভুলিয়া গিয়া স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। এইদিন প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এক মিছিল সহকারে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আসিয়া সমবেত হন। তাহারা বাংলার স্বাধিকার অর্জনে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবের ভাষণ রিলে করিতে হইবে

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি তোফায়েল আহমদ

(স্টাফ রিপোর্টার) এগার দফা আন্দোলনের অগ্রনায়ক এবং তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এম.এন.এ. আগামীকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাান যে ভাষণ দান করিবেন উহা সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গতকাল (শুক্রবার) বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই সঙ্কট মুহূর্তে স্বাধিকারকারী বাংলার গণমানুষ তাদের মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদী মহানায়কের নির্দেশের জন্য অধীর আগ্রহের প্রতীক্ষা করিতেছে। শেখ সাহেব রেসকোর্সে কি বলেন, তার

প্রতিটি কথা বাংলার মানুষ দূর-দুরান্তে বসিয়াই শুনিতে চায়। তিনি বলেন, ঢাকা বেতার কেন্দ্র বাংলার জনগণের প্রতিষ্ঠান। তাই যেমন করিয়াই হউক, ঢাকা বেতার কেন্দ্রকে শেখ সাহে-বের রেসকোর্সের ভাষণ রিলে করিতে হইবে। তিনি বলেন: এ দাবী সমগ্র জাতির দাবী।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট কী ঢাকায় ?

(ষ্টাফ রিপোর্টার) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোথায়? তবে কি তিনি ঢাকায়। ৬ মার্চ তিনি ঢাকায় আসিতেছেন বলিয়া ইতিপূর্বে জানা গেলেও গতকাল কানাকানি শোনা যায় যে, বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে তিনি ঢাকায় আসিয়া আবার গিয়াছেন। খবরটির কিন্তু সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে গতরাত্রে (শুক্রবার) ঢাকার প্রেসিডেন্টভবন আলো ঝল্‌মল্‌ করিতে দেখিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন যে, প্রেসিডেন্ট এখন ঢাকাতেই আছেন। সত্যিই কি তাই ?

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী লীগের কন্ট্রোল রুম

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা নগরে শান্তি ও শঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ কার্যালয় ৫১ পুরানা পল্টনে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হইয়াছে। জরুরী প্রয়োজনে নিম্নের যোগাযোগ করা যাইতে পারে : ২৫১২৭৪ ও ২৫২৯৩৯ এবং টেলিফোনে সংবাদের জন্য ২৫৬৪৩৩। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল (শুক্রবার) স্থানীয় কয়েকটি দৈনিকে আওয়ামী লীগের শান্তি কমিটি গঠন এবং ২৫১৩৪৩ ২৪২৭৫৫ টেলি-ফোনে যোগাযোগ করিতে বলার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংবাদ সত্য নয় এবং আওয়ামী লীগের ঐ নাম্বারের কোন টেলি-ফোন নাই বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্র ইতে জানান হইয়াছে।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

'কল্পনার ফানুস'

--শেখ মুজিব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে বাংলাদেশে নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধের জন্য আমেরিকা বা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তান সরকারে উপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধের কথা সরাসরি অস্বীকার করেন।

একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়া আকাশবাণী প্রচারিত এক এক সংবাদ সম্পর্কে তাহাকে মন্তব্য করিতে বলা হইয়াছিল। শেখ সাহেব জনাব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ার করিতে রাজী আছেন বলিয়া আকাশবাণী

যে সংবাদ প্রচার করিয়াছে, তিনি উহাও অস্বীকার করেন। আওয়ামীলীগ প্রধান আকাশবাণীর খবরকে অসুদুদ্দেশ্যমূলক ও 'কল্পনার ফানুস' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

--এপিপি

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

হরতাল

(টাফ রিপোর্টার)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে হরতালের চতুর্থ দিনে গতকাল (শুক্রবার) ঢাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক উন্নতি হওয়ায় এবং বৃহস্পতিবার সকালে সান্ধ্য আইনপ্রত্যাহারের পর আইন শৃঙখলা বিরোধী কোন ঘটনা না ঘটায় সেনাবাহিনিকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া গতকাল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, হরতালে প্রথম দিনে গত মঙ্গলবার ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয় এবং সেনাবাহিনিকে রাস্তায় রাস্তায় মোতায়ন করা হয়। ঐ রাতেই জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে এবং বেশ কিছু লোক গুলীতে নিহত হয়। পরদিন অর্থাৎ গত বুধবার বিকালে শেখ সাহেব সেনাবাহিনিকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার দাবী জানান। এখানে আরও উল্লেখ-যোগ্য যে, শেখ সাহেবের নির্দেশে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি ও ছাত্রলীগ কর্মীরা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজে যোগ করিলে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে এবং গতকাল (শুক্রবার) রাজধানীতে লুঠতরাজ বা অগ্নিসংযোগের কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

গতকালও (শুক্রবার) ঢাকাসহ সমগ্র বাংলা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। গতকাল ঢাকা এবং অন্যান্য অধিকাংশ জায়গার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও টঙ্গীতে বিক্ষুদ্ধ জনতার উপর 'শান্তিরক্ষী সশস্ত্র বাহিনির গুলি বর্ষণের ফলে ৩ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। গত দুইদিনে খুলনায় বুলেটবিদ্ধ হইয়া শাহাদাত বরণকারী স্বাধিকার- সৈনিকদের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১৭ জন। রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনায় গতকাল (শুক্রবার) রাত্রেও সান্ধ্য আইন অব্যহত থাকে। রাজশাহীতে গতকাল ১ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয় এবং চট্টগ্রামে গতকাল পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা দাড়ায় ১৩৮। রংপুরের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবর রমানের ডাকে গতকাল (শুক্রবার)

সকাল ছয়টা হইতে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ঢাকায় চতুর্থদিনের মত এবং সমগ্র বাংলা দেশে তৃতীয় দিবসের মত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। গতকালও রাজধানীতে হরতালের সময় কোন গাড়ী-ঘোড়া -যানবাহন চলে নাই, অফিস-আদালত-স্কুল-কলেজে কেহ যোগ দেয় নাই। লঞ্চ, ট্রেন, বিমান ঢাকা ছাড়ে নাই বা ঢাকার আসিয়া পৌঁছে নাই, বেচা-কেনা চলে নাই। নাগরিক জীবনে তখন পূর্ণ অচলাবস্থা বিরাজ করিয়াছে। গতকাল রাজধানীর পথে পথে, বিপণী কেন্দ্রসমূহে, মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনি ও ছাত্রলীগ কর্মীরা শান্তি-রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। গতকাল বিকালে হরতালের মেয়াদ শেষে নাগরিক জীবন পুনরায় চালু হয়। দোকানপাটে বাজারে কেনা-বেচাও যথারীতি- চলিতে থাকে-- রাস্তায় চলে সকল প্রকার যানবাহন। শেখ সাহেবের নির্দেশে যে সব অফিসের কর্ম-চারীরা এখনও বেতন পান নাই, সে সব অফিস এবং ব্যাঙ্কসমূহ বেতনের চেক ভাঙ্গাইবার প্রয়োজনে গতকাল বিকাল আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

গতকালও হরতালের পক্ষে ঢাকার রাজপথে স্বাধিকারকামী জনতার অগণিত মিছিল নামিয়া আসে। গতকাল শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ঢাকাসহ বাংলা দেশের সর্বত্র মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের সময় শহিদানের আত্মার শান্তি কামনা করিয়া বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ঢাকার মত বাংলার অন্যান্য শহর-বন্দরেও গতকাল তা শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় বলিয়া জানা যায়।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

চট্টগ্রামে ১৩৮ জন নিহত

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত)

৫ই মার্চ-গত ২৪ ঘন্টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনীত আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও ১৪ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং গতরাত্রে পোর্ট ট্রাষ্ট নর্থ কলোনীতে গুলিবর্ষণে তিনজন নিহত হইয়াছে। ইয়া লইয়া এখন পর্যন্ত সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ১৩৮ জনে উন্নীত হইল।

গত ৪৮ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৬৬ জনকে আহতাবস্থায় ভর্তি করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ৩৩জন মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ১২ জনকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ হাসপাতালে একজন আহত ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়। ইহা লইয়া এখন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তির সংখ্যা ২২১ জন। অন্য

আহতদের পোর্ট ট্রাস্ট হাসপাতালসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা এবং ভর্তি করা হইতেছে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগে- ডিয়ার এম, আর, মজুমদার জানাইয়াছেন যে, গতকাল ও আজ দুষ্কৃতিকারীদের একটি বিরাট দলকে ঝাউতলা, আমবাগান ওয়ার-লেস কলোনী এবং পার্শ্ববর্তী উপদ্রুত অঞ্চল হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

উপদ্রুত অঞ্চলসমূহের উত্তেজনা ক্রমশঃ হ্রাম পাইতেছে। আজও শেখ মুজিবের আহবানে সমগ্র চট্টগ্রামে সাফল্যজনকভ বে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

লাহোরে বিশেষ প্রার্থনা

লাহোরে, ৫ই মার্চ -- জাতীয় ইতিহাসের এই মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে পাকিস্তানের সংহতির এখানকার প্রধান প্রধান মসজিদে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। দেশের পূর্বাঞ্চলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁহারা শহিদ হইয়াছেন তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং সাম্প্রতিক আন্দোলনের শহিদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। - পি. পিআই

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

স্বাধিকার সংগ্রামের শহিদ

কিশোর হোসেন ও যুবক বাচ্চু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নৈঃশদকে বিদীর্ণ করিয়া বিদ্রোহী জনতা পথে নামিয়াছিল মঙ্গলবারের রাত্রিতে। সেই দুর্ধর্ষ জনতার বক্ষে ছিল বাড়বাগ্নির জ্বালা, কণ্ঠে ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্নিশপথ। সেই শপথের ধ্বনিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল দয়াগঞ্জের বেগমগঞ্জ এলাকার দশ বৎসরের কিশোর মোহাম্মদ হোসেনর বুক, পিতা আবদুস সোবহান ছেলেকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। মিছিলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া কিশোর হোসেন চীৎকার করিয়া শ্লোগান ধরিয়াছিল, খুনীদের খুনীদের - ক্ষমা নাই।

মিছিলটি যখন মদন মোহন বসাক রোডে প্রবেশ করিল তখন উৎসাহী কিশোরের কণ্ঠে যেন দুর্জয় শপথের বাণী শানিত হইতেছিল, কিন্তু সলিমুল্লাহ কলেজের সামনে হিংস্র বুলেটের আঘাতে কালো রাস্তায় গড়াইয়া পড়িল স্বাধিকার- মুখর সন্তানদের তাজ তাজা রক্তের অজস্র বিন্দু। মৃত্যুর কালো হাত স্পর্শ করিল দশ বছরের কিশোর মোহাম্মাদ হোসেনকে। প্রৌঢ় আবদুস সোবহান সেই রাত বিনিদ্র মুহূর্তে কাটাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহার

ছেলের আগমনের। রাইফেল আর মেশিনগানের তীক্ষ্ণ শব্দে তাহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিছিল। আশংকা আর ভয়কে বারবার ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। সেই অন্ধকার রাতে নির্জন রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাড়াইয়াও ছিলেন। মিছিলের অনেকেই রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাড়াইয়াও ছিলেন। মিছিলের অনেকেই ফিরিয়াছিল। কারো দেহ রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত। অনেকের সাথে মোহাম্মদ হোসেনও ফিরিয়াছিল কিন্তু জীবিত ফিরিতে পারে নাই। হতভাগ্য পিতা আবদুস সোবহান রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। আমি কিন্তু তাহার জোখে অশ্রু দেখি নাই, দেখিয়াছি আগুন। শুধু একবার ভাঙ্গা গলায় তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "আমিও যদি ওর সাথে যাইতে পারিতাম।" সেই একই মিছিলে বুলেট বিদীর্ণ করিয়াছিল ২২ বৎসরের যুবক বাচ্চুর বক্ষেও। তাহার পিতা আমিরুল্লাও রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। মভাত দক্ষিণ শৈশুন্ডির বাসিন্দা বাচ্চুও নামিয়াছিল সেই মিছিলের আহবানে। জানিনা, বাচ্চুর পিতাও আবদুস সোবানের মত বলিয়া ছিলেন কিনা, "আহা আনিও যদি যাইতে পারিতাম ওর সাথে।" মোহাম্মাদ হোসেনের সেই কিশোর কণ্ঠের শ্লোগান এখনও আমার বার যার মনে পড়ে, ধুনীদের-খুনীদের ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায়

পিপলস পার্টির অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে: বেজেঞ্জো

করাচী ৪ঠা মার্চ- বেলুচিস্তান হইতে নির্বাসিত ওয়ালী ন্যাপের এম এন এ জনাব গাউস বক্স বেজেঞ্জো গত বুধবার এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা পিপলস পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত হইতে অলৌকিক- ভাবে রক্ষা করিয়াছে।

জনাব বেজেঞ্জো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা গমন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার পর তিনি করাচী প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন, বিভিন্ন দলের ২৫-২৬ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা পৌঁছেন এবং জনাব ভুট্টোর হুমকীর মুখেও পিপলস পার্টির বিশেষ করিয়া সিন্ধুর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য ঢাকা গমনে দ্বিধা করিতেন না।

তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, অধিবেশন স্থগিত সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় পিপিপির অস্তিত্ব বিপন্ন এবং দলের চেয়ার-ম্যানের বড় বড় বুলির গোমর সাধারণ্যে ফাঁস হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

দেশে মাত্র তিনটি শক্তি রহিয়াছে বলিয়া মিঃ ভুট্টো যে দাবী করিয়াঝেন, উহার উপর কড়া করিয়া ঃ বেজেঞ্জো বলেন, এখন আর এক ইউনিটের অস্তিত্ব নাই। কাজেই দেশের এই অংশের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার অধিকার কেহ দাবী করি পারে না। তিনি বলেন, পিপলস পার্টি পাঞ্জাবে যে ক্ষমতার দাবী করিতে পারে এক হিসাবে তাঁহার দল বেলুচিস্থানে উহা অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষমতা রাখে। —— পি.পি.আই

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

'জনগণ গোলটেবিল সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নহে' – নূর খান

লাহোর, ৩রা মার্চ--কাউন্সিল মুসলীম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নূর খান অবিলম্বে ও বিনাশর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের নরা তারিখ ঘোষণার আবেদন জানান এবং বলেন, আগামী ২৩শে মার্চের মধ্যেই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

অন্য এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য পার্ল-মেন্টারী গ্রুপসমূহের নেতাদের প্রতি ব্যক্তিগত জানাইয়াছেনস, কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নয়া তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয় নাই।

এয়ার মার্শাল নূর খান বলেন, জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করিয়াছে এবং তাহাদের বক্তব্য শুনিতে চায়। তাহারা রুদ্ধদ্বার অধিবেশন বা গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্ক মোটেই আগ্রহী নহে।

ফরিদ আহমদ

যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের জন্য পিডিপির অন্যতম সহ-সভাপতি মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন বলিয়া ঢাকা হইতে পি.পি আই. পরিবেশিত খবরে বলা হয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনাব ভুটো দেশের দুই অংশের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দেশের সংহতির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। জনাব ভুট্টো ও তাহার সহযোগিগণ দেশের উত্তর অংশের মধ্যে

শত্রুতা সৃষ্টি করিতে সফল-কাম হইয়াছেন। নিজেদের অভিসন্ধিমূলক কাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাহাদের অবহিত থাকা উচিত। দেশের সংহতি যদি নষ্ট হয়, তবে বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট তাহাদের জবাবদিনি করিতে হইবে। মৌলভী ফরিদ বলেন, রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশের স্বার্থ আদায়ের প্রশ্নে কোন দ্বিমত নাই।

গোলাম আজম

ঢাকার অপর এক খবরে প্রকাশ, জামাতে ইসলামীর বাঙলা দেশ শাখার প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে বলেন, জনগণের প্রতিনিধিদের দেশ শাসন ও স্বাভাবিক অবস্থায় শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করিতে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা আর একদিন চলিতে দেওয়া উচিত নহে। -- এপিপি। পিপিআই

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

করাচীর প্রতিক্রিয়া

(ইত্তেফাকের করাচী অফিস হইতে)

২রা মার্চ-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা এখানকার রাজনৈতিক মহলকে বিস্মিত করিয়াছে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাণ্ডজ্ঞানহীন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট শাসন-তন্ত্র প্রণনের সময়সীমা বর্ধিত অথবা বাতিলের মাধ্যমে গত কাঠামোর নির্দেশ সংশোধন করিতে পারেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কে ভুট্টো এখনও কোন অভিমত জানান নাই। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। কারণ অযৌক্তিক হইলেও তাঁহার দাবীগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে নূতনভাবে অভিযান শুরু হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন, মহরমের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আপাততঃ স্বগিত করা হইয়াছে। আশুরার পর এই অধিবেশন শুরু হইবে। অন্যয্য বিপদের দিন আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন।

করাচী আওয়ামী লীগের উদ্বেগ

গত মঙ্গলবার করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে অধিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানানহয়।

অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, ভুট্টো সাহেব আসলে দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠীর হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

স্বাধীকার আন্দোলন ও প্রকৌশল শিক্ষক সম্প্রদায়

(ষ্টাফ রিপোর্টার) বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে শিক্ষকসমাজও আগাইয়া আসিয়াছেন। গত বৃস্পপতির প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক জরুরী সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশের স্বাধিকার আদায়ের সকল প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং সে জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতী করিয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বৈঠক আহ্বানের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় অনিতিবিলম্বে শামরিক শাসন বাতিল কবিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তা-ন্তরের দাবী জানান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আব .. হাবিবুল্লাহ ও সম্পাদক অধ্যাপক আসানুল হক সংবাদ-পত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন: গত কয়েক দিনে দেশের ক্রমাবনতিমুখী পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি। এ কয়দিনে যতগুলি অমূল্য জীবন ষষ্ট হইয়াছে তাতে আমাদের দুঃখের পরিসীমা নাই। নিহত ও আহত ব্যক্তিদের জন্য আমরা গভীর শোক ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের সমবেদনা জানাই। আমরা দাবী করি, এই নির্বিচার গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ হোক এবং পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীর স্বীকৃতির মাধ্যমে সংকটের অবসান হোক।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিবৃতি

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের একশত বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক এক বিবৃতিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ করার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন ।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

মহিলা পরিষদ কর্তৃক

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের দাবী

বাংলা মহিলা পরিষদের সভা-নেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ও আহ্বায়িকা মালেকা বেগম গত বৃহস্পতিবার 'অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ আহ্বান এবং গণপ্রতিনিধি-দের হাতে' ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান।

এক যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা আগামীকাল (শনিবার) বায়তুল মোকাররমে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহণের জন্য মহিলাদের প্রতি আহবান জানান।

- এ.পি.পি
- ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

আর্তের সেবায়

(ষ্টাফ রিপোর্টার) গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগ কর্মী ও মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন নার্সিং স্কুলের ছাত্রীগণ শান্তি-শৃংখলারক্ষী বাহিনির গুলীতে আহত স্বাধিকার সৈনিকদের মধ্যে বিস্কুট ও ফলমূল বিতরণ করে। আহত ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রুষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ অতিরিক্ত সময় ওয়ার্ডে কাজ করিতেছেন। গত ৩রা ও ৪ঠা মার্চের গুলীবর্ষণে আত ১৩০ জন সংগ্রামী বীর বর্তমানে 'ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এইসব বীর সৈনিকদের মধ্যে পথ্য বিতরণের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-লীগ শাখাকে ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। নিজেদের চেষ্টায়ও ছাত্র-ছাত্রীগণ কিছু সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ শাখার কর্মকর্তাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা যায় যে, গুলীবিদ্ধ সংগ্রামী বীরগণ সুস্থ হইয়া না উঠা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইহারা বিনা মূল্যে পথ্য ইত্যাদি বিতরণ করিয়া যাইবে। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে একটি আর্তসেবা কেন্দ্র খুলিয়াছে।

ডাক্তার এ হককে উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। গুলীতে আহত সংগ্রামী বীরদের জন্য কেহ কিছু দিতে চাহিলে উহা তাহারা উক্ত আর্তসেবা কেন্দ্রে দিতে পারেন বলিয়া জানান হইয়াছে।

আহতদের সাহায্যার্থ ছাত্রলীগের সেবা শিবির

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় ছাত্র-লীগের ঢাকা মেডিক্যাল

কলেজ শাখার পক্ষ হইতে হাসপাতালের ৪ নং ওয়ার্ডের নিকটস্থ কক্ষে একটি সেবা শিবির স্থাপন করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত বুধবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে আতদের দেখিতে গিয়া আহতদের জন্য ছাত্রলীগ কর্মীদের নিকট যে ৫ শত টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে গত বৃস্পতিবার কিছু ফলমূল ক্রয় করিয়া আহতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের ডা: জাহাঙ্গীর আলম এবং শাহ আলম এই সেবা শিবিরে সাহায্যদ্রব্য দান করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। আহতদের সাহায্যার্থে যাঁহারা দান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ঢাকা মেডি-ক্যাল কলেজের ডা: জাহাঙ্গীর আলম এবং শাহ আলমের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

রিকশা মালিকদের প্রতি আহ্বান

জনাব আবদুল আউয়াল নামক ঢাকার বাসাবো নিবাসী জনৈক রিকশা মালিক গত বৃস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন:

"ঢাকার রিকশা মালিকদের নিকট আমি এই মর্মে আহবান জানাইতেছি যে, বাংলা দেশের স্বাধিকার সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরীর রিকশা চালকেরা হরতাল ও কারফিউর দরুন যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং বাংলা দেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও যাঁহাতে বিন্দুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া ঢাকা নগরীর রিক্শা মালিকরা যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না পর্যন্ত কোন রিকশা চালকের নিকট হইতে ভাড়ার অর্থ আদায় না করেন। "আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনে যদি এটুকু ত্যাগ আমরা না স্বীকার করি, তাহা হইলে এই সংকীর্ণ মনোভাব আমাদের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ করিবে।" ১২টি রিক্সার উপর আমার পরিবারের ভরণপোষণ অনেকাংশে নির্ভর করা সত্ত্বেও আমি রিকশা চালকদিগকে ভাড়া দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি এবং সাথে সাথে ঢাকার সকল রিকশা মালিককে একই ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইতেছি।"

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

আজ পল্টনে ন্যাশনাল লীগের জনসভা

গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বাংলা ন্যাশনাল লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জনাব অলি আহাদের সভাপতিত্বে এক জরুরী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় মুহূর্তবিলম্ব না করিয়া সামরিক শাসন প্রত্যাহার- পূর্বক জনগণের নির্বাচিত

প্রতি- নিধিদের নিকট ক্ষমতা হাস্তান্তরের দাবী জানান হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ (শনিবার) বিকাল ৩টায় পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে এক জনসভা এবং সভাশেষে এক মিছিল বাহির করা হইবে ।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

মোহনগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মোধন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মোহনগঞ্জ (ময়মনসিংহ), ৩ রা মার্চ---সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ছাত্রলীগের মোহনগঞ্জ থানা শাখার বার্ষিক সম্মেলন শেষ ইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় ইউসি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসভার সাংগঠনিক বিষয় আলোচনা করেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সম্পাদক জনাব মাহবুব এবং স্থানীয় অন্যান্য নেতা। ছাত্রলীগের উক্ত সম্মেলন উপলক্ষ্যে লোহিয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক বলেন, বাংলার মানুষ কোন অবস্থাতেই ৬-দফা ও ১১- দফার পরিপন্থী কোন শাসন গ্রহণ করিবে না। তিনি তাঁর তার জনাব ভুট্টোর কঠোর সমালোচনা করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্মেলনের ৩য় পর্বে ইউসি ময়দানে এক আকর্ষণীয় গীতিবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় এবং নেত্রকোনা আগত শিল্পীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

নির্বাচন

গভীর রাতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিতে থানা ছাত্রলীগের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়। জনাব মীর্জা তাজুল ইসলাম, সভাপতি ও ৫ জন সহ-সভাপতি, জনাব রফিকুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং আরো ৫জন সহ-সম্পাদক এবং জনাব আলী মনসুর কোষ্যাধ্যক্ষ।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

জয়দেবপুরে হরতাল পালিত

জয়দেবপুর হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার ও পূর্বদিন পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। স্থানীয় মিল ফ্যাক্টারি, স্কুল, কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ থাকে।

মিল কারখানার শ্রমিকগণ অভিন্যাংস ফ্যাক্টারীর গেটের সম্মুখ মাঠে এক সভার মিলিত হইয়া এদেশের স্বাধিকার দাবী না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় নেতা মেসার্স হাবিবুল্লাহ, মোজাম্মেল হক,

নূরুল ইসলাম, এম. এ. মোতালেব প্রমুখ সভায় সভায় বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া জয়দেবপুর হাই স্কুলের নিকট বটতলা ও চৌরাস্বার আরও দুইটি জনসভায় সান্ধ্য আইন জারী ও নিরীহ জনসাধারণের উপর গুলী বর্ষণের প্রতিবাদ জানানো হয়।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

শাহজাহানপুরে জনসভা

শেষ রক্তবিন্দু দিয়া স্বাধিকার আদায়ের শপথ গ্রহণ

গত বৃহস্পতিবার বিকালে জনাব আবদুল কাদের বেপারীর সভাপতিত্বে শাজাহানপুর আওয়ামীলীগ দফতর প্রাঙ্গণে খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম পরিষদ, শাহজাহানপুর বাজার কমিটি আওয়ামীলীগ শাখা ও ঢাকা রেল কলোনীর বাসিন্দাদের সম্মিলিদ উদ্যোগে এক বিরাট জনসভায় সংগ্রাম কমিটির দফতর সম্পাদক ও বাজার কমিটির সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোলণা করেন যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধিকার রক্ষা-কল্পে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন বাংলা দেশের প্রতিটি নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষ দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সভায় জনাব মোঃ নূরুল হক, এম. এ. রহমান, এ ছাত্তার, জনাব জামান, আবু সাইত, এডভোকেট এম, এ, রসিদ, মুকুল, সৈয়দ রশন, আতাউর ও অন্যান্য বক্তা বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর স্থানীয় ইউনিটের পরিচালক জনাব আখতারুজ্জামান শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল শ্রেণীর নাগরিককে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়ার জন্য উদত্ত আহবান জানান।

সভায় গুলি বর্ষণে আহতদের প্রতি সমবেদনা ও নিহতদের মাগফেরাতের জন্য মুনাজাত করা হয়।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

কুষ্টিয়ায় শোভাযাত্রা ও হরতাল

কুষ্টিয়া, ৪ঠা মার্চ – জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে গতকাল এখানকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করিয়া বিরাট একটি মিছিল বাহির করে। মিছিলকারীরা স্বার্থন্বেষী মহলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে এবং ৬-দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবী

জানান। আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত সেখানে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য তাহারা দারী জানান।---পি.পিআই

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

আজ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি প্রধান ও উপপ্রধানদের সভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার) আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে জানাইয়াঝেন যে, আজ (শনিবার) বিকাল ৫টায় আওয়ামী লীগ কার্যালয় ৫১, পুরানা পল্টনে ঢাকা নগরের বিভিন্ন ইউনিয়নের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনির প্রধান সংগঠক ও উপপ্রধান সংগঠকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় সকল ইউনিয়নের প্রধান সংগঠক ও উপপ্রধান সংগঠকদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

দুই ঘণ্টার জন্য ব্যাঙ্কসমূহ চালু

(ষ্টাফ রিপোর্টার) শুধু বাংলা দেশের মধ্যে নগদ লেনদেন ও অনুর্ধ্ব ১০ শত টাকার বেতনের চেক ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করার উদ্যেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় হরতালের চতুর্থ দিবসে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য তফসিলী ব্যাঙ্ক বিকাল আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চালু থাকে।

আজ (শনিবার) ও অনুরূপু চালু থাকিবে। যে সব সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই বেতন পান নাই, সে সব অফিসও গতকাল উল্লিখিত সময়ে চালু থাকে। রেশন শপ এবং খাদ্য সরবারহকারী সংস্থা গুলিও এই সুযোগ লাভ করে। তিনদিন পরে গতকাল বিকালে ব্যাঙ্কগুলিতে পুনরায় কাজকারবার আরম্ভ হইলে সেখানে অস্বাভাবিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

গতরাত্রে আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেতন দানের জন্য প্রদত্ত চেকের অঙ্ক যদি ১৫ শত টাকা ছাড়াই যায় এবং যদি সেক্ষেত্রে বেতন হিসাবে .. টাকার সমর্থনে ওয়েজ রেজিস্টার দাখিল বা .. সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা সার্টিফাইড হয়, তবে ব্যাঙ্কসমূহ উক্ত চেকের টাকাও দিতে পারিবে। খাদ্যশস্যের গুদামগুলি সরবারহ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনবোধে বিকাল সাড়ে চার পরেও চালু রাখা যাইবে।

ইত্তেফাক। ৬ মার্চ ১৯৭১

৭ই মার্চ, ১৯৭১

২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান আওয়ামীলীগ কমিটির জরুরী বৈঠক

জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের বিবরণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৬ই মার্চ- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান আজ দুপুরে তাঁর বেতার ভাষণে আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন ঘোষণা করেন।

জাতির উদ্দেশে সাড়ে ১২ মিনিটব্যাপী ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়া পরিষ্কারভাবে বলেন যে, যাহাই ঘটুক না কেন, যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনি আমার হুকুমে বনিয়াছে এবং আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়াছি, ততদিন পর্যন্ত আমি পূর্ণাঙ্গ ও নিরংকুশভাবে পাকিস্তানের সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করিব। এই প্রশ্নে কাহারো যেন সন্দেহ বা ভুল ধারণা না থাকে।

প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন: "এই দেশকে রক্ষার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি বাসিন্দার নিকট তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে। তাহারা আমার নিকট হইতে ইহা আশা করেন এবং আমি তাঁহাদের তোশ করিব না।"

প্রেসিডেন্ট বলেন: শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে একটা সাধারণ ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে যেসব দলের সন্দেহ রহিয়াছে, তাহাদের আমি স্বরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের চাইতে কোন উত্তম নিশ্চয়তার প্রয়োজনীয়তা নাই।

ইতিপূর্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পরিবেশ শাসনতন্ত্র রচনার উপযোগী ছিল না। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল সংখার প্রতিনিধি ৩রা মার্চ তারিখে অধিবেশনে যোগদান করিতে অসম্মতি আপন করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন: আমি উক্ত সিদ্ধান্তে এই কারণে উপনীত হইয়াছিলাম যে, উক্ত তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান নিবর্থক হইত এবং ইহার ফলে জাতীয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করিয়াছি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব যে প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে ধ্বংসকারী শক্তি রাস্তার বাহির হইয়া জান-মালের ধ্বংস সাধন করিতেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন: এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরীহ ও নিরাপরাধ জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব ছিল; অন্যথায় তাহারা চরমপন্থীদের শিকারে পরিণত হইত। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লেন যে, পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগে পরিস্থিতি কার্যকরীভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব হইত বলিয়া উপলব্ধি করিলেও হত্যা, লুণ্ঠন ও সংযোগ বন্ধ করার জন্য আমি সর্বনিম্ন পরিমাণ শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করি।

-এ.পি.পি

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (শনিবার) চাকায় প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও বাংলা দেশ শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্ত বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গতকাল দুপুরে আগামী ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়া বেতার ভাষণ দানের অব্যবহিত করেই শেখ সাহেবের বাসভবনে এই বৈঠক শুরু হয় এবং রাত্রি পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা চলার পর উহা মুলতবী হইয়া যায়। জনাব কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ ও জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গতকাল ঢাকা শহরে অবস্থানরত দলীয় ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যই যোগদান করেন। শেখ সাহেব গতকাল দুপুরে স্বীয় বাসভবনে বসিয়া বেতারে প্রেসিডেন্টের ভাষণ শ্রবণ করেন। বেতার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তিনি দলের উত্তর ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের এক জরুরী বৈঠকে আহ্বান করেন। রুদ্ধদার কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত বা প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ সম্পর্কে শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া-কোনটাই গভীর রাত্রে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত সাংবাদিকদের জানানো হয় নাই। তবে আশা করা যাইতেছে যে, শেখ সাহেব আজ (রবিবার) দুপুরে রেসকোর্সের গণসমাবেশে ভাষণ দানকালে বাংলা দেশের জনগণের উদ্দেশে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবেন।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে প্রতিবাদ মিছিল

গতকাল (শনিবার) প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কতিপয় প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত মন্তব্যে আপত্তি নেওয়া হয়। বিভিন্ন মিছিলে প্রতিবাদসূচক দবনি উত্তোলিত হয়।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভাঙ্গিয়া সাড়ে তিন শতাধিক কয়েদীর পলায়ন
নিরাপত্তা বাহিনির গুলীতে ৭ জন নিহত, ৩০ জন আহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার) গতকাল (শনিবার) বেলা অনুমান সাড়ে ১১টায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেট ভাঙ্গিয়া পলায়নের সময় পুলিসের গুলীতে ৭ জন কয়েদী নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অব গুরুতর বলিয়া জানা গিয়াছে। জেল গেটের একটি অংশ, ভাঙ্গিয়া ও পশ্চাৎদিকের গেট টপকাইয়া ৩ শত ৪০ জন কয়েদী পলায়ন করে। ইহাদের মধ্যে পরে ১৬ জন পলায়নরত কয়েদীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জেল-কর্তৃপক্ষীয় সুত্রে জানা গিয়াছে।

গতকাল বেলা ১১টায় জেলে খাবার গ্রহণের সময় সব কয়েদী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। পরে তাহারা জনৈক জেল অফিসারের অফিস কামরার জানালা ভাঙ্গিয়া প্রধান গেটের নিকট আসে এবং উহার ঢাকনা ভাঙ্গিয়া কয়েদীরা পলায়ন করে। পশ্চিম দিকের গেট ও দেওয়াল টপকাইয়াও বেশ কিছুসংখ্যক কয়েদী পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং পলায়নরত কয়েদীদের প্রতি গুলীবর্ষণ করে। পুলিসের গুলীতে ৭ জন কয়েদীর মৃত্যু ও ৩০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রাথমিক সংবাদে জানা গিয়াছে। পলায়নরত বন্দীদের সহিত সংঘর্ষে একজন পলিস সার্জেন্ট ও ৬জন জেল গার্ড আহত হইছে।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

গভর্নর পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খান

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই মার্চ- প্রেডিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয় লেঃ জেনারেন টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছেন। আজ এখানে সরকারীভাবে এ কথা ঘোষণা করা হয়।

-এপিপি/পি পি আই

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

নুর খান বলেনঃ

'আইনত: শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী'

প্রেডিসেন্টের মন্তব্যে দুঃখ প্রকাশ: অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূর করার আহ্বান

লাহোর, ৬ই মার্চ-বিশিষ্ট কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নূর খান আজ এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রহিয়াছে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সকল বাধা অবিলম্বে দূর করিতে হইবে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মীদের এক বিরাট সমাবেশে জনাব নূর খান বলেন যে, পরিষদ কক্ষে ৬-দফা সংক্রান্ত সকল বিরোধের মোটামুটি নিষ্পত্তি সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

পরিস্থিতির অবনতির জন্য শেখ মুজিবর রহমানের উপর দোষারোপ করায় অনাব নুর খান দুঃখ প্রকাশ করেন।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল বলেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির পথ ইয়া নয়, বরং ইহা মতামতের ক্ষেত্রে বিরোধ আরও বাড়াইয়া তলিবে।

নূর খান বলেন যে, অন্যান্য ও উপদেষ্টারা পরিস্থিতির অবনতি সাধনে দুঃখজনক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান দেশকে বিচ্ছিন্ন করিতে চান নাই এবং এই ধরনের সলেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রধান দুইটি দলের পার্থক্য দূর করার ব্যাপারে আগাইয়া অসার জন্য তিনি পার্লামেন্টের ছোটখাট দলগুলির প্রতি আহ্বান জানান, যাহাতে দেশের সংহতি অক্ষুণ্ন থাকে।

তিনি বলেন যে, নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট নিজেই বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্তানে এইবারই সবচাইতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে না কেন? জনাব নূর খান বলেন, বর্তমানে আসল বিরোধ ৬-দফার প্রশ্নে নয়, বরঞ্চ শাসনতন্ত্র রচনার পর ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নই প্রকৃত বিরোধের কারণ।

তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টো, আমলাতন্ত্র এবং সরকারের উপদেষ্টারা দেশের পরবর্তী শাসন-কাঠামোতে ক্ষমতার লিপসায় নিজেদের প্রাপ্তিযোগের প্রশ্নে রীতিমত উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন। আমলারাই বিশেষভাবে গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভীত এবং গণতন্ত্রের পথে তাই বাধা সৃষ্টির জন্য তারা বার্থ চেষ্টা করিতেছেন।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আছেন। কিন্তু আমরা এই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়াছি।

জনাব নূর খান বলেন: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত এবং আমাদের মতামতকে স্থান দেওয়ার জন্য যুক্তির মাধ্যমে অনুরোধ করা উচিত।

-পি.পি.আই

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

ছাত্র লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া চাঁদা আদায় প্রসঙ্গ -

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব নূর আলম সিদ্দিকী গতকাল (শনিবার) এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, এক শ্রেণীর দুষকৃতিকারী ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গাইয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে 'চাঁদা' সংগ্রহ করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ছাত্রলীগ সভাপতি এ ধরনের কার্যকলাপের সহিত সংগঠনের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেন এবং ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গাইয়া কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ 'চাদা' আদায়ের চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কন্ট্রোল রুমে ২৪৫০০৮ নম্বরে টেলিফোন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ জানান।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব সকাশে আসগর খান-

গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) এয়ার মার্শাল আসগর খান গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যয় আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ধানমণ্ডীস্ত বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল শেখ সাহেবের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট অবস্থান করেন এবং পরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, যাতে তেমন কোন অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমাকে আরও প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, আমার পক্ষে ইহার বেশী কিছু বলা ঠিক হইবে না, কারণ শেখ সাহের রবিবারে রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিবেন।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল গত শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছিয়া শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গতকালের সাক্ষাৎকার ছিল দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাদান করিবেন।

- পি. পি আই

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

ঢাকার রাজপথে স্বাধিকার কামী জনতার দৃপ্ত পদচারণা, কণ্ঠে কণ্ঠে ক্ষুব্ধ গর্জন, প্রাণে প্রাণে সংগ্রামী শপথ

(ষ্টাফ রিপোর্টার) সংগ্রামী বাংলা যেন এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-এক অন্তহীন সভা-সমাবেশ-মিছিলের দেশ। দিকে দিকে স্বাধিকারকামী জনতার দৃপ্ত পদচারণা - কণ্ঠে কণ্ঠে উত্তাপ সাগরের ক্ষুব্ধ গর্জন প্রাণে প্রাণে সংগ্রামী সপথ আর বাতাসে বাতাসে জাগ্রত গণশক্তির হৃদয়সঙ্গীত 'জয় বাংলা, বাংলার জয়।'

বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ রমানের ডাকে গতকালও (শনিবার) রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত । আর রাজপথে-জনপদে নামিয়া আসে স্বাধিকারকামী জনতার অগণিত মিছিল অনুষ্ঠিত হয় অসংখ্য সভা-সমাবেশ। সেই-সব সভা-সমাবেশের প্রস্তাবে, মিছিলকারীদের শ্লোগানে শ্লোগানে একটি কথাই বার বার .... হইয়া উঠে 'যদি চাও রক্ত নেবে, তবু স্বাধিকার দিতেই হবে।' রাজধানী ঢাকায় গতকাল পঞ্চম দিবসের মত হরতাল পালিত হয়। সারাদিন ধরিয়া শহরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজিত থাকে এবং হরতালের পরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরাবন্ত হয়। গতকালও বেলা আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক সমুহ এবং যেসব সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারীরা এখনও বেতন পান নাই, সেগুলি চালু থাকে। গতকালও সকাল হইতেই রাজপথে জনতার স্রোত নামিয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে সভা-সমাবেশ মিছিল । ঢাকায় গতকাল আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে এক বিরাট মহিলা শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট মশাল শোভাযাত্রা বাহির হয়। ইহা ছাড়া পেশাদার সাংবাদিকদের উদ্যোগে সভা ও মিছিল, মাধ্যমিক শিক্ষকদের উদ্যোগে মিছিল, শিল্পীদের উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল, ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে মিছিল, গণ-শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে মিছিল, বাংলা ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে জনসভা ও মিছিল এবং ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লকের উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা।

মহিলা আওয়ামী লীগের সমাবেশ ও মিছিল

স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনে বঞ্চিত বাংলার নারী সমাজও বাঁশের লঠি, লোহার রড এবং কালো পতাকাসহ পুরুষদের পাশে আশিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধিকার অর্জনের দাবীতে এবং গণহত্যার প্রতিবাদে নারী সমাজও রাস্তায় মিছিল করিয়া পুরুষদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিয়াছেন বাংলার স্বাধিকার চাই-ই চাই ।

আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে আজ অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বেগম বদরুন্নেছা আহমদের সভানেত্রীত্বে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বেগম নূর জাহান মুর্শেদ, বেগম বদরুন্নেছা আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং মিস রাফিয়া আখতার ডলি সহ বাংলা দেশের জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা হইতে বহুসংখ্যক মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। ড. নীলিমা ইব্রাহিম, বেগম নুর জাহান মুর্শেদ, বেগম বদরুন্নেছা চৌধুরী, মিস রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অদ্যকার ঘোষণার বিরুপ সমালোচনা করা হয়।

বক্তাগণ বাংলার স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে পুরুষদের সহিত ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য বাংলার মা-বোনদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে তাঁহারা এক দীর্ঘ মিছিল সরকারে জিন্নাহ্ এভিনিউ, ডি আই ভি এভিনিউ, আবদুল গনি রোড প্রভৃতি এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহারা ইয়াহিয়ার ঘোষণা মানিনা 'ম-বোনরা লাঠি ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'ম-বোনরা বেরিয়ে আস বাংলা দেশ মুক্ত কর', ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত' প্রভৃতি শ্লোগান দান করেন।

পল্টনে ন্যাশনাল লীগের জনসভা

গতকাল (শনিবার) বিকালে পল্টন ময়দানে বাংলা ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় স্বাধিকার ও ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চয়তা সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা এবং উহা বানচালের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য স্বাধীকারকামী সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের জন্য বাংলা দেশ হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জনাব অলি আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভার সভাপতি নিয়ে দেওয়ান সিরাজুল হক, জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

শিল্পী সমাজ

গতকাল (শনিবার) বাংলা একাডেমীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলা দেশের বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ স্বাধিকার আদায়ের যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের শপথ গ্রহণ করেন।

এই বাংলা একাডেমীর বিশাল বটবৃক্ষের নীচে যেন এক তারার মেলা বসিয়াছিল।

লায়লা আর্জুমান্দ বানুর সভা-নেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রথম বক্তা ছিলেন বাংলার পটুয়া জনাব কামরুল হাসান। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলা

দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে শিল্পীরাও এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।
চিত্রাভিনেতা মোস্তফা তাঁহার ভাষণে বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সর্বশেষ মতবাকে অপমানজনক বলিয়া বর্ণনা করেন।
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে খান আতাউর রহমান বলেন যে, দেশের মানুষ এখন আর লঘু সঙ্গীত বা চুঁল সাহিত্যে আগ্রহী নয়। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকগণকে এখন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসিয়া সমস্ত রকমের বন্ধন মুক্তির গান শোনাইতে
সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী, আনোয়ার হোসেন, রাজ্জাক, হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম ও জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী।
অপর এক প্রস্তাবে বেতার ও টিভিতে সংবাদের বিকৃতি সাধনের নিন্দা করা হয়। ইহা ছাড়া এইমর্মেও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, সাম্প্রতিক আন্দোলন সংগ্রাম না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা উক্ত সংস্থা দুইটির সঙ্গে কোনপ্রকার সহযোগিতা দান করিবেন না।

মহিলা পরিষদের সমাবেশ ও মিছিল

এইদিন বেলা ৩টার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মহিলা পরিষদের পক্ষ হইতে সংগঠনের সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে স্বাধিকার আান্দোলনকে জোরদার করার উদেশ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নেওয়ার জন্য সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ছাত্র এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানান হয়। প্রেসিডেন্টের বেতাব ভাষণে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে 'লুঠতরাজ ও দুষ্কৃতিকারীদের কাজ বলিয়া অভিহিত করায় সমাবেশে উহার নিন্দা করা হয়। সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে এই দীর্ঘ মশাল মিছিলটি জিন্নাহ এভিনিউ, ভি আই. টি এডিনিউ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, কমলাপুর, শাহজাহানপুর, রাজারবাগ, মালীবাগ হইয়া কেন্দ্রীয় মিনারে গিয়া সমাপ্ত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমাবেশ ও মিছিল

মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষ হইতে গতকাল বিকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আয়োজিত এক শিক্ষক সমাবেশে বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলনের সহিত বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের একাত্ততা প্রকাশ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে হেনা দাস, জয়নাল আবেদীন চৌধুরী

প্রমুখ বাংলার গণমানুষের রায় বানচালের চক্রান্ত এবং নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় স্বাধিকার আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ কর হয়। সভাশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মিছিল করিয়া বায়তুল মোকাররম গমন করেন।
সকালে ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক ছাত্র-গণজমায়েতের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে স্বাধিকার আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। ইহাছাড়া এইদিন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী গণশিল্পী গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও রাজধানীতে মিছিল বাহির করা হয়।

মজদুর ফেডারেশনের সভা

পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের (পূর্বাঞ্চল) নারায়নগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ হইতে ঢাকা, ডেমরা, টঙ্গী, চট্টগ্রাম এবং খুলনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক, শাত্রসহ নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে এবং স্বাধিকার আদায় ও গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে গতকাল (শনিবার) নারায়ণগঞ্জে এক বিরাট বর্শা ও লাঠি মিছিল বাহির করা হয়।
বালির মাঠে শাহ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শ্রমিক সমাবেশে নারায়ণঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব আলী আহমদ, মজনুর ফেয়ারেশনের জনাব আবদুল আলী ভুইয়া, পাট শ্রমিক নোত গিয়াসুদ্দিন প্রমুখ গণহত্যার নিন্দা এবং গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবের হস্তকে শক্তিশালী করার আহ্বান

তথাকথিত আগরতলা মামলার ৩ নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুভির ৪ নং অভিযুক্ত এল. এম. সুলতানউদ্দিন আহমদ এবং ৫ নং অভিযুক্ত এল. এস নূর মোহাম্মদ গত শুক্রবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলা দেশের বর্তমান সংকট মুহূর্ত স্বাধিকার আদায়ের জন্য দলমত নির্বিশেষে বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হস্তকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাইয়াছেন।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

লাহোরে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১৫ ব্যক্তি গ্রেফতার

লাহোরে, ৫ই মার্চ-আজ অপরাহ্নে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব বি. এ সালিমী, পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক জানবি হামিদ সরফরাজ, কবি হাবিব গালিব প্রমুখ ১৫ জনকে এখানে গ্রেফতার করা হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে এবং বাংলার শহিদদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য তাঁহারা যখন গুলবাগ হইতে একটি মিছিল বাহির করার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেসময় তাহাদের গ্রেফতার করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চৌধুরী সাজিদ, কাজী কুদরতুল্লাহ, মিয়া বদরুদ্দীন বানবাজ, ছাত্রনেতা সমর খাঁন এবং জামিয়া আশরাফিয়ার কতিপর বাঙ্গালী ছাত্র ও রহিয়াছেন।

জনাব সরফরাজ ও জনাব হাবিব গালিব আজ সকালেই ঢাকা হইতে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। -পিপিআই

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

স্বাধিকার সংগ্রামে চলচ্চিত্র সমাজ

(ষ্টাফ রিপোর্টার) চলচ্চিত্র শিল্পের ৩৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গত শুক্রবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী আদা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাহারা বলেন: পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক চক্রের চাপে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখিয়া বর্তমান সরকার একথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী মিটাইবার সদিচ্ছা বর্তমান সরকারের নাই। এহেন সরকারের সঙ্গে অসগযোগিতা করার জন্য পরিষ্কর পূর্ব বাংলার কৃষক, মজনুর, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী তথা সমগ্র জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কুশলী সমাজ একথাই ঘোষণা করিতেছে যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায় না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। পূর্ব বাংলার শোষিত জনতা জিন্দাবাদী জনতার সংগ্রাম জিন্দাবাদ। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন: আবদুল জব্বার খান, খান আতাউব রহমান, সালাহউদ্দিন, ইফতেখারুল আলম, মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, মুস্তাফিজ, আনোয়ার হোসেন শবনম, রাজ্জাক, রোজী সামাদ, কবরী, আজিম, সুজাতা, আবুল খায়ের, সুলতানা জামান, কিউ. এম. জামান, ই. আব. খান, মোস্তফা, আবদুস সামাদ, নারাছু ঘোষ, সত্য সাহা, গাজী মাজাহারুল আনোয়ার, চিত্ত চৌধুরী, আলমগীর কুমকুম, মিলন, হায়দার আলী, সুবল দাস, রাজ, আখতার হোসেন, নুরুল এক বাচ্চু, আলতাফ মাহমুদ, সুচন্দা ও জহির রায়হান।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে প. বঙ্গে নির্বাচন হইতে পারিবে কি?

নয়াদিল্লী, ৫ই মার্চ-গত বৃহস্পতিবার ভারতের সাধারণ নির্বাচনের চতুর্থ দিনে কলিকাতাসহ দেশের বিভিন্ন অংশে মোট ৩ ব্যক্তি নিহত এবং বিরোধী দলীয় কংগ্রেসের জনৈক প্রার্থীসহ মোট ৩০ ব্যক্তি আহত ইয়াছে।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিম বাংলার রাজধানীতে আগমনকালে কলিকাতাকে উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণের শহর বলিয়া মনে হইতেছিল। মহারাষ্ট্রের রাজধানীতে পরস্পরবিরোধী পদের মধ্যে খণ্ড সংঘর্ষের সময় কয়কজনকে গ্রেফতার করা হয় বলিয়া পুলিস সূত্রে বলা হয়।

আলীগড় শহরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গত সোম ও মঙ্গলবারে মোট ১৩ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। তবে গতকাল অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, পুলিস ও সেনাবাহিনি রাস্তায় রাস্তার টহল দিয়া ফিরিতেছে।

পশ্চিম বাংলায়, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে এবং সেখানে আদৌ নির্বাচন হইবে কিনা, সে সম্পর্কে অনেকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। নির্বাচন হইলেও ভোটদানে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুনিত হইতেছে।

কেননা নক্সালীরা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে গমনে বাধা সৃষ্টি কতিে পারে। প্রতিদিন কলিকাতায় এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ডজন ডজন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে এবং গত ছয় মাস যাবৎ জনগণকে এই দুর্বিসহ অবস্থার মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গে নির্বাচনের তারিখ আগামী ১০ই মার্চ । -এ. এফ. পি

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

প্রতিবাদ সভা

নারায়ণগঞ্জ ৫ই মার্চ-জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা ও নিরস্ত্র ছাত্র-জনাতর উপর গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে আজ এখানে নারায়ণগঞ্জ শহর ও মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভানেত্রীত্ব করেন মিসেস হাসনা রশিদ ও বক্তৃতা করেন মিসেস হামিদা আলী, মিসেস বজলুর রহমান, মিসেস খালেদা সরোয়ার, মিসেস বজলুর রহমান, মিসেস হোসনে আরা চৌধুরী প্রমুখ। প্রতিবাদ সভার শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিলও বাহির করা হয়।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

হরতাল

শ্রীমঙ্গল, ৩রা মার্চ-জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমান ঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে আজ এখানে পূর্ব হরতাল পালন করা হয়। সমস্ত সরকারী-বেসরকারী অফিস, স্কুল-কলেজ, মিল, দোকান-পাট ও চা বাগান কাজ কর্ম বন্ধ থাকে।

সকাল ১০টার দিকে দলে দলে চা-শ্রমিক শহরে আসিয়া সমবেত হন। অতঃপর বিকাল তিনটায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আলতাফুর রহমান, ডা. আলী, জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী ও শ্রীরঞ্জন সেন চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে বাঁশের লাঠিধারী কয়েক হাজার মানুষের এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান অংশ প্রদক্ষিণান্তে শহিদ মিনারের পাদদেশে এক সভায় মিলিত হয়।

-নিজস্ব সংবাদদাতা

কমলগঞ্জ (সিলেট)

আজ এখানকার শমসের নগর, আলী নগর ও চাতলাপুর প্রভৃতি চা বাগান সহ এই থানার সর্বত্র সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। পরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ, গফুর, শ্রী সত্যেন দেব নাথ, জনাব সাজিদুর রহমান ও জনাব কাসেম আলী প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির এবং মিছিল শেষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমসেরনগর বাজারে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মৌলভী সুন্দর মিয়া সভাপতি করেন।

--সংবাদদাতা

জাকিগঞ্জ

আজ এখানে সকাল হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পূর্ব হরতাল প্রতিপালিত হয়। পরে স্থানীয় ছাত্ররা একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। মিছিল শেষে জনাব নিসার আলী মোক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল লতিফসহ জনাব মইজুদ্দীন, ফয়জুর রহমান, জনাব এমদাদউদ্দীন ও জনাব মোস্তফা আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।—সংবাদদাতা

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ **১৯৭১**

শোভাযাত্রা

আজ সকাল ৭টায় ফতুল্লায় এক বিরাট শোক মিছল বাহির করা হয়। প্রায় হাজার নগ্নপদ শোক শোভাযাত্রীর হাতে ছিল লাঠি আর কালো পতাকা। তাহারা ধর্মগঞ্জ হইতে মুন্সী খোলা পর্যন্ত প্রদক্ষিণ শেষে কতুল্লা লঞ্চ ঘাটে, ডি, আই, টি, মাঠে সমবেত হন। সেখানে ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের

সভাপতিসহ দল-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের এক জনতা সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিতদের গায়েবি জানাজ আদায় করেন।-সংবাদদাতা

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ **১৯৭১**

ভাসানী কর্তৃক
মুক্তি সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান

পিকিংপন্থী ন্যাপ পধান মওলানা ভাসানী গত শুক্রবার ঐক্যবদ্ধ মুক্তি সংগ্রাম শুরু করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি আহ্বান জনান। ন্যাপের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়।

সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও দলাদলি পরিহার করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, তাহার দল মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত যে-কোন ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে সংযোগিতা করিবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, মওলানা সাহেবের আহ্বান অনুযায়ী এ ব্যাপারে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আগামী ৯ মার্চ অপরাহে ৩টায় পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ **১৯৭১**

খোন্দকার ইলিয়াসের আওয়ামী লীগে যোগদান

বিশিষ্ট রাজনৈতি কর্মী সাত্যিক ও সাংবাদিক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস গত ৪ঠা মার্চ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ।

এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ বাংলা দেশে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রমানের নেতৃত্বাধীনে সমবেত হওয়াকে আমি প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের এক পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাংলা দেশ আজকের মত এমন সংকটে আর পড়ে নাই। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সুদীর্ঘ কালের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসেরই সৃষ্টি নিষ্ঠায় তিনি মোহনলাল আত্মত্যাগে ক্ষুদিরাম আর ধীরত্বে সূর্য সেন। তিনিই বিশ্বের এই অংশের শ্রমজীবী মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছে। চরিত্রে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেই এক গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইতে যাইতেছে। আমি মনে করি, ইহাতেই শ্রমিক, কৃষক ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীসহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের চরম লক্ষ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। বঙ্গবন্ধুই বাঙ্গালীদের এই সংগ্রামের পক্ষে বালুচ, পাখতুন ও পাঞ্জাবী জনগণকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায়

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী, কুচক্রী ও গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে উদ্বুদ্ধ করেন।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

পূর্ব পাক সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবীর প্রতি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সমর্থন

লাহোর, ৫ই মার্চ-আজ পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাধিক ইউনিয়ন, পাঞ্জাব সাংবাদিক ইউনিয়ন ও রাওয়ালপিণ্ডি সাংবাদিক ইউনিয়নের ৯ জন কর্মকর্তা বিশেষভাবে বর্তমান রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকটকালীন নিষেধাজ্ঞাসহ সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সমস্ত বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান। এক যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের এই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান যে, সংবাদ ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রসহ সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা উচিত। তাঁহারা বলেন, পাকিতান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক সম্প্রদায় এবং সমস্ রকমের শোষণের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সেখানকার জনগণের পবিত্র আন্দোলনের প্রতি একাত্বতা প্রকাশ করিতেছি। -এপিপি

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

রাজশাহীতে পনেরজন হতাহত

সান্ধ্য আইন অব্যাহত

রাজশাহী, ৫ই মার্চ-গত বুধবার এখানে মিছিলকারীদের উপর সশস্ত্র বাহিনির গুলীবর্ষণে ১ ব্যক্তি নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। জেলা কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র আজ অপরাহ্নে পিপিআই প্রতিনিধিকে জনান যে, সশস্ত্র বাহিনির লোকেরা মালোপাড়াস্থ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সম্মুখে ২বার এবং মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে একবার গুলীবর্ষণ করে।

এই ঘটনার পর স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বুধবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১১ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করেন। মুখপাত্রটি বলেন যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিরতির পর গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা হইতে শুক্রবার সকাল ৭টা পর্যন্ত পুনরায় কারফিউ বলবৎ করা হয়। এই কারফিউ পুনর্বার শুক্রবার হইতে শনিবার সকাল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন খবরে জানা গিয়াছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ৩রা মার্চ হইতে জেলার বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হইতেছে।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

শুক্রবার খুলনায় দাঙ্গা ও গুলীতে অন্যূন ১৮ ব্যক্তি নিহত ও ৮৬জন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা (টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত) গত শুক্রবার খুলনার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুলী বর্ষণের ফলে মোট ১৮ ব্যক্তি নিহত ও ৮৬ ব্যক্তি আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১১ জন কাবুলীওয়ালা বলিয়া জানা গিয়াছে। আহতদের মধ্যে ৫৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইলেও তাহাদের ৯ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

টেলিফোনে প্রাপ্ত অপর এক খবরে প্রকাশ, খুলনা বিভিন্ন স্থানে গতকাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গুলী বর্ষণে ৫০/৬০ জনেরও বেশী লোক নিহত হইয়াছে ।

গতকাল সকালে শহিদ হাদিস পার্কে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভা অনুষ্ঠিত যাওয়ার সময় গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, জনৈক কাবলীওয়ালা একজন বাঙ্গালীকে ছুরি মারিয়াছে। এই খবর পাইয়া বেশ কিছুসংখাক লোক রাস্তায় ৪ জন কাবুলীওয়ালাকে তাড়া করে। একজন কাবুলীওয়ালা পালাইয়া গেলেও অপর ৩ জনকে ধরিয়া উত্তেজিত জনতা মারধর করে। অতঃপর উক্ত ৩ জন পলায়নরত অবস্থা এই পর্যায়ে দুইজন হানাদারকে ছুরি মারে। ইহাতে সিদ্দিক (১২) ও মোহাম্মদ (১৮) মারাত্তকভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়া।

এই পর্যায়ে প্রায় ২৫/২৬ হাজার লোক কাবুলীদের ডেরায় আক্রমণ চালায় এবং কাবুলীরা জনতার উপর গুলী ছুড়িতে শুরু করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিস কাবুলীদের ধরিয়া আনে। উল্লাসিনী সিনেমা হলের পার্শ্বে অবস্থিত উক্ত কাবুলী আস্তানায় ৪ জন কাবুলী নিহত হয়।

পুলিস উক্ত আস্তানা হইতে বন্দুক, গুলি, পিস্তল, ছোরা এবং ১ শত ও ৫০ টাকার নোটের ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করে।

এদিকে যশোর-শেখপাড়া রোডের সংযোগস্থলেও কাবুলীরা গুলী ছুড়িলে ১ জন বাঙ্গালী ৮ নিহত ও ৭/৮ জন আহত হয়।

আড়পাড়া আসিয়াদী হোটেলের নিকট হইতে কিছুসংখ্যক কাবুলী খান পলায়নরত অবস্থায় জনতার হাতে ধরা পড়ে। এই সময় ৩ জন কাবুলী জনতার হাতে মারা যায়।

গতকাল বেলা আনুমানিক তিনটার দিকে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অকুস্থলে গমন করেন এবং উত্তেজিত জনতাকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করিয়া শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

খালিসপুরে গুলীবর্ষণ

গতকাল খালিসপুরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক শ্রমিক-জনতার মিছিল শহরের প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণকালে ফুলবাড়ী হইতে দৌলতপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সৈন্যবাহিনির ৫টি ট্রাক ও ৩২টি জীপ ধীরে ধীরে উষ্ণ শান্তিপূর্ণ মিছিলের নিকটবর্তী হয়। শান্তি ও শৃংখলায় নিয়োজিত সশস্ত্ররক্ষীরা দৌলতপুর ডাকঘরের নিকট সড়কের 'ব্যারিকেড' সরাইবার সময় জনৈক মস্তান একজন ক্যাপ্টেনের রাইফেল জড়াইয়া ধরে। কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার পর উক্ত মস্তান দুরে ছিটকাইয়া পড়ে। অতঃপর একটি ছেলে ও আরও একজন সৈন্যের রাইফেল জড়াইয়া ধরে। তাহাকেও ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইলে জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ১০/১২ ছাজার লোক সশস্ত্র রক্ষীদের উপর ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। তখন গুলী বর্ষণ শুরু হইয়া যায় এবং অনুন্য ৫ জন নিহত ও বহু আহত হয়। দেড়গজ হইতে গুলী করা হইয়াছে বলিয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়। সশস্ত্র রক্ষীরা আহতদের অনেককে পুনরায় ইপিআর ক্যাম্পে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে তাহাদের হাসপাতালে প্রেরন করা হয়।

আজকের খুলনা

আজ (শনিবার) খুলনা হইতে দুপুর ১২টার টেলিফোনে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান যে, আজ সকালে শহিদ হাদিস পার্কে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। খুলনায় বর্তমানে শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। এবং গতকাল যে সকল স্থানে সেনাবাহিনি মোতায়েন করা হয় আজ সে সব এলাকায় সৈন্যদের টহল দিতে দেখা যার নাই।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

উত্তর কমলাপুরে শান্তি কমিটি গঠিত

গতকাল (শনিবার) উত্তর কমলাপুর ৮নং ওয়ার্ডের সাধারণের সমন্বয়ে জনাব এম. এ. জলিলকে সভাপতি এবং জনাব জামিল হোসেইনকে সম্পাদক করিয়া ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

হাজারতী জমিয়তও যোগদান করিবে না

বুলতান, ৫ই মার্চ-জবিরতে ওলামায়ে ইসলামের (হাজারতী গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদ আহমদ আজ এখানে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক

ঢাকায় নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান অতিনন্দনযোগ্য হইলেও শেখ মুজিবুর রহমান উহাতে অংশগ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া প্রস্তাবিত সম্মেলনে কোন ফায়দা হইবে না। এমতাবস্থায় জমিয়ত উক্ত সম্মেলনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

আজ সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা জনান। তিনি বলেন যে, এধরনের সম্মেলনে যাহাতে শেখ মুজিব যোগদান করেন সেজন্য অনুকূল পরিবেশ স্পষ্ট করা উচিত। তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিব যেক্ষেত্রে এই সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন না, সেক্ষেত্রে উহা আদৌ অনুষ্ঠীত হওয়া সম্ভব কিনা, সে-সম্পর্কে তাহার সন্দেহ রহিয়াছে।

জমিরত নেতা বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনের সাফল্য ব্যর্থতার সঙ্গে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান কোনক্রমেই জড়াইয়া ফেলা উচিত হইবে না। -এ.পি.পি

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

চারুবালার রক্তরঞ্জিত যশোরে প্রবল উত্তেজনা

(ইত্তেফাকের যশোরস্ত সংবাদদাতার ৩রা মার্চের তারবার্তা)

আজ বুধবার যশোর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে মোতায়েন সশস্ত্র রক্ষীদের গুলীবর্ষণে চারুবালা কর নাম্নী এক মহিলা নিহত এবং অপর ১২ জন আহত হয়।

এইদিন শহরে সাধারণ হরতাল ছিল এবং জনতা একটি প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বাহির করে। এই শোভাযাত্রায় যোগদান শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে জনতা যখন উক্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বিভিন্ন শ্লোগান দিতেছিল, তখন সশস্ত্র রক্ষিরা টেলিফোন এক্সচের ভবনের ছাদের উপর হইতে চতুর্দিকে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ইহাতে মিসেস চারুবালা (৪০) এবং অপর ১২ জন গুলীবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। চারুবালা তাহাদের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে যশোর সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়-এবং সেখানে চারুবালা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আহত অপর একজনের অবস্থা সংকটজনক।

ইহার পূর্বে শোভাযাত্রীরা রেল রোড দিয়া যাওয়ার সময় খাদ্য বিভাগীয় গোডাউনের নিকট সশস্ত্র রক্ষীরা দুই রাউন্ড ফাকা আওয়াজ করে।

শোভাযাত্রার অংশ গ্রহণকারীরা দাবী করে যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিকট গুলীবর্ষণের পর তাহারা সেখান হইতে তিনজনের লাশ অপসারণ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের নামঃ সোহরাওয়ার্দী, রতন, আব্দুল হামিদ,আব্দুল মান্নান, মো. শাহআলম, আবদুল আলিম , আইনুল হক, বাবু আহমদ, ওমর আলী, সুলতান মাহমুদ এবং শরিফুল ইসলাম।

উল্লেখযোগ্য যে, আজ জেলার সর্বত্র পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। এই ব্যাপারে ডেপুটি কমিশনারের সহিত যোগাযোগের চেষ্টা করা হইলেও উহা সফল হয় নাই।

গোলঅগুলির পর প্রায় ২৫ হাজার লোকের একটি শোকার্ড জনাত নগ্নপদে শহিদ চারুবালার লাশ লইয়া মৌন মিছিল সহকারে নীলগঞ্জ শশ্মশানঘাটে উপনীত হয়। শহরে দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

মুন্সীগঞ্জে হরতাল

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

মুন্সীগঞ্জ, ৬ই মার্চ-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে গত ২রা মার্চ হইতে অদ্য পর্যন্ত মুন্সীগঞ্জের সর্বত্র হরতাল ও প্রতিবাদসভা যথাযথ প্রতিপালিত হয়। হরতালের প্রথম দিবসে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কৃষক, শ্রমিক ও সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা সকাল দশটার সময় শহিদ মিনারে সমবেত হইয়া সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও স্বাধিকার আদায়ে নূতন অগ্নিশপথ গ্রহন করিয়া এক প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয় ও বিক্ষোভ ধ্বনিসহকারে প্রধান প্রধান সড়ক পরিভ্রমণ করে। বিকাল ৩টায় স্থানীয় খেলার মাঠে আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ এম. এ. কাদেরের সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের নিন্দা করেন ও অনতিবিলম্বে অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুন আর-রশীদ, ন্যাপ নেতা জনাব মফিজ উদ্দিন আহমদ, ছাত্রনেতা মোহাম্মদ হোসেন আবুল প্রমুখ। ইহাছাড়া প্রতিদিন বহু ছোট-বড় প্রতিবাদ মিছিল শহরের রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে এবং শান্তিরক্ষী

বাহিনির গুলীর নিন্দা করিয়া বিভিন্ন ধ্বনি প্রদান ও শোক দিবস পালন করে। অদ্য সকাল ৯টায় স্থানীয় মহিলা সমিতির সদস্যরা এক শোকমিছিল বাহির করে ও শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং পরে তারা সমিতির অফিসে এক সভার মিলিত হইয়া সামরিক আইন বাতিলের দাবী জানায়।

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

গতকলা (শনিবার) প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে বলেন:

প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামুআলাইকুম। আমার ১লা মার্চের ভাষণে আমি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমার পদক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছি। ভাষণে আমি একথাও বলিয়াছি যে, গণতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য আমি আমাদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে আমার সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিব।

আপনারা জানেন, এ ব্যাপারে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আমি সকল পার্লামেন্টারী দলের নেতৃবৃন্দকে ১০ই মার্চ আমার সহিদ এক সম্মেলনে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মতানৈক্য নিরসনের ব্যাপারে আমার আন্তরিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে ভুল বোঝা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যিনি বেতারে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে এই ধরনের সম্মেলনের প্রতি কোন বিমুখ মনোভাব পোষণ করেন না বলিয়া আভাস দিয়াছিলেন, তিনি সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার সরাসরি প্রত্যাখ্যান বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জক। আপনারা জানেন জনাব নুরুল আমীনও সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকৃতি জনাইয়াছেন। ইহার ফলে বোঝ যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান হইতে কোন প্রতিনিধি থাকিবেন না।

ইহার ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বিশাল সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করিতে অসম্মতি জানান। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, এই তারিখে জাতিয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইবে। এমনকি ইহার পরিণতিতে পরিষদ ভাঙ্গিয়া পর্যন্ত যাইতে পারে। কাজেই আমি অধিবেশনের তারিখ স্থগিত রাখিয়া পরিস্থিতিকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হই। এই

পন্থায় আমি দুইটি লক্ষ্য অর্জনের আশা করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ পরিষদ ও ইহার জন্মলগ্ন হইতে যে সকল জাতিয় প্রচেষ্টা চালান হইতেছে সে সমস্ত রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য ও ফলপ্রসু আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য সময় দেওয়া। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সেই মনোভাব লইয়া গ্রহণের পরিবর্তে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ইহাকে এমনভাবে দেখিয়াছেন, যাহার পরিণতিতে ধ্বংসায়ক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এ কথা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন সরকারই নীরব দর্শক হিসাবে থাকিতে পারেন না।

এমতাবস্থায় নির্দোষ ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বাস্থা গ্রহণ আমার নৈতিক কর্তব্য ছিল। অন্যথায়, শান্তিপ্রিয় আইনের প্রতি নিষ্ঠাবান নাগরিকরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করার পণিতিতে চরমপন্থী ব্যক্তিদের শিকারে পরিণত হইতেন। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে।

যে- কোন কারণেই হোক, পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করা হইয়াছে। এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, তা আমি বলিতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, এই ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে অরাজকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যখন এই ধরনের ব্যক্তি তৎপর হইয়া উঠে, তখন নিরীহ নাগরিকদেরই প্রধানতঃ দু:খ দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। কেননা, এনরূপ অবস্থায় তাদের দৈনন্দিন জীবন দারুনভঅবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তাদের প্রাণ বিপন্ন, এমনকি মৃত্যুর বিপদের সম্পূর্ণন হইতে হয়। পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আইন ভঙ্গকারীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আমি ইচ্ছা করেই নূনতম শক্তি প্রয়োগের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছি। দেখা যাইতেছে যে, পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাধার ব্যাপারে আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, যথা- খোদ পরিষদ বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জিত হইয়াছে। আমার অপর ও সমান গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য: একটি ফল সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এদিকে নীরিহ মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রহিয়াছে। এই পরিস্থিতি আমার সৃষ্ট নয় এবং এ ধরনের পরিস্থিতি আমি কখনও সৃষ্টি করিতে পারি না।

আগেই বলিয়াছি, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী তারিখ নির্ধারণের জন্য আমি যে প্রচেষ্টা চালাই উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

"এমতাবস্থায় এই দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন পরিচালক হিসাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার নিরসন করা আমার কর্তব্য হইয়া দাড়াইয়াছে। আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিনা। সিদ্ধান্ত কয়িাছি যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সকল রাজনৈতিক নেতার নিকট হইতে দেশপ্রেমিকজসোচিত ও গঠনমূলক সাড়া পাওয়া যাইবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে নেতাদের একটা মোটামুটি এক্যমতো নিয়া আসার জন্য আমার প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার যেসব রাজনৈতিক পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কার্যোপযোগিতা সম্পর্কে সঙ্গে পোষণ করিতে পারেন, তাদের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের চাইতে বড় আশ্বাসেই প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে আমি সুস্পষ্টভাবে জানইয়া দিতে চাই যে, যাহাই ঘটুক না কেন, যতদিন আমি পাকিস্তান শসস্ত্র বাহিনির অধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত রহিয়াছি, ততদিন পাকিস্তানের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক সংহতি বজায় রাখিব। এই প্রশ্নে কোন সন্দেহ বা ভুল করা সক্ষম নয়। এই দেশের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রতি আমার একটি দায়িত্ব রাখিয়াছে। তারা আমার কাছে এই আশাই হবে এবং আমিও তাদের বিফল মনোরথ করিব না। আমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে কখনও কোটি কোটি নিরীহ পাকিস্তানীর মাতৃভূমি ধ্বংস করিতে দিব না। পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনির কর্তব্যবিশেষ এবং এ দায়িত্বে তারা কখনও ব্যর্থ হয় নাই।

পূর্ণ আন্তবিশ্বাস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসুন, আমরা আমাদের লক্ষ্য-গণতন্ত্র অর্জনের পরে আগাইয়া যাই এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে জাতি প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেই।

- এ.পি.পি

ইত্তেফাক / ৭ মার্চ ১৯৭১

টঙ্গীতে শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মোজাম্মেল হক, নিশাত জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান, টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপাতি সৈয়দ আবুল হোসেন ও ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা ছাত্রলীগ সম্পাদক হাসান উদ্দিন সরকার গতকাল (শনিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক মুক্ত বিবৃতিতে গত শুক্রবার টঙ্গী শিল্প এলাকার নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর অহেতুক ও বেপোরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়া শ্রমিকদের উপর অহেতুক ও বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়া শ্রমিকদের হত্যার তীব্র নিন্দা করেন।

বিবৃতিদাতাগণ বলেন, সমগ্র শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করিতেছিল এবং বার বার বিনা কারণে উস্কানিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা শ্রমিক-জনতাকে উত্তেজিত করিয়া শান্তি-শৃংখলা রক্ষাবাহিনি বেপরোয়াভাবে গুলীবর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার আরও বলেন, শান্তিশৃংখলা রক্ষাবাহিনির হাতে কেহই রক্ষা পায় নাই, এবং নিরস্ত্র নিরীহ শ্রমিক-জনতার উপর এরুপভাবে গোলাবর্ষণের কোন নজির নাই।

বিবৃতিদাতাগণ বলেন, স্বাধিকার দাবীর অন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য ইহা একটি চক্রান্ত এবং এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইত।

গত শুক্রবার অধিক রাত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব আবদুল হাকিম এম. পি. এ. টঙ্গী শিল্প এলাকার শ্রমিক-জনতার উপর-গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়াছেন।

ইত্তেফাক। ৭ *মার্চ* **১৯৭১**

সাংবাদিকগণ সংগ্রামী জনতার কথা লিখিতে চান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব কে. জি মোস্তফা বর্তমান গণআন্দোলনের সহিত সাংবাদিকদের একাত্বতা ঘোষণা করিয়া বলেন, সাংবাদিকরা আজ কলমের স্বাধীনতা চায় এবং সংগ্রামী জনতার কথা লিখিতে চায়। গতকাল (শনিবার) বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে এক সাংবাদিক ও জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মোস্তফা বলেন, সমগ্র বাংলা দেশব্যাপী যে গণপ্রতিরোধ সংগাম চলিতেছে, উহার সঠিক বিষরণ লিখিবার প্রতিশ্রুতি লইয়াই সাংবাদিকগণ রাস্তায় জনগণের কাতারে নামিয়া আসিয়াছে।

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ঘোষণা করেন, একদিকে শাসকগোষ্ঠী ও অপর দিকে সংগ্রমী জনতার জনতার সাফল্যের ব্যাপারে দৃঢ় আশা প্রকাশ করিয়া জনাব মোস্তফা জনতার সহিত সাংবাদিকদের একারতা ঘোষণা করেন। ইহাছাড়া প্রাদেশিক সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আশরাফ, প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আতাউস সামাদ জনাব আলী তারিক প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। সভার বক্তাগণ সংবাদপত্রের উপর সামরিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

ইত্তেফাক। ৭ *মার্চ* **১৯৭১**

শেখ মুজিবের ভাষণ রীলে করার দারী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসু'র সহ-সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন গতকাল (শনিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (রবিবার) রেসকোর্স মায়দানে যে ভাষণ দান করিবেন উহা বাংলা দেশের সকল বেতার কেন্দ্র হইতে রীলে করার আহ্বান জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন যে, শেখ মুজিবের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ইত্তেফাক। ৭ *মার্চ* **১৯৭১**

ছাত্রলীগ ও ডাকসু'র আবেদন

গুদামজাত খাদ্য বাজারে ছাড়ার আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্রলীগ সভাপতি নুরে আলম সিদ্ধিকী ও সাধারণ সম্পাদক ডাকসু'র সহ-সভাপতি আ. স. আ. রব ও সাধারণ সম্পাদ আবদুল কুদ্দুস মাখন গতকাল (শনিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ব্যবসায়ীদেরকে নিত্য- প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত না করিয়া অবিলম্বে গুণীমজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, হরতালের সুযোগে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া খাদ্যসামগ্রীর মূল্য

বৃদ্ধি করিয়াছেন। খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়িয় দিন।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনির সভা

গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যার আওয়ামী লীগ অফিসে ঢাকা নগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনির বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রধান সংগঠক ও উপপ্রধান সংগঠকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি প্রধান জনাব ফজলুর রহমান সংগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভায় জনাব আবদুর রাজ্জাক তাঁর ভাষনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনিকে যে কোন চক্রান্তকে রুখিয়া দাড়াইবার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি রেসকোর্স ময়দানে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভার যে সমস্ত বীর শহিদান বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়াছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় ঢাকা নগরের প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে একশত জন স্বেচ্ছাসেবককে (রবিবার) সকাল ১০টার মধ্যে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইত্তেফাক। ৭ মার্চ ১৯৭১

<u>তথ্যসূত্র</u>

* *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৭১
* *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

বাংলার বুকে এ গণহত্যা বন্ধ কর!

'কল্পনার ফানুস' —শেখ মুজিব

চট্টগ্রামে ১৩৮ জন নিহত

হরতাল

লাহোরে বিশেষ প্রার্থনা

গণ-সমাবেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

টঙ্গীতে গুলীবর্ষণে ৪ জন নিহত, ২৫জন আহত

জেট আমার-জেট তোমার

দৈনিক ইত্তেফাক এর প্রথম পাতা, ৬ মার্চ ১৯৭১